মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

সপ্তম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন,
ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির
মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল মূল্য—২৫.০০ টাকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام علے رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

—⁘ ✻ ⁘—

সপ্তম ভাগ

আরও বাহাস-নামার ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—
শামী (১/৬২ পৃষ্ঠা)

صرح فى قضاء البحربان ما خرج من ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه و ان المرجوع عنه ليس قولا له ○

বাহারোর রায়েকের কাজার অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, যে কওল জাহেরে রেওয়াএত হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে কওল জাহেরে রেওয়াএত নয় সেই কওল পরিত্যক্ত কওল এবং পরিত্যক্ত কওল তাহার কওল নহে।

আমাদের উত্তর

এস্থলে মৌলবি মাহমুদ আলি ছাহেব একটী কথার অগ্র পশ্চাৎ ছাড়িয়া দিয়া আশ্চর্য্যজনক কারিগিরি করিয়াছেন, শিয়া দল যেরূপ ধোকার জাল

বিস্তার করিয়া থাকেন, ইনি তাহাই করিয়াছেন, দোর্রোল মোখতারের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এমাম আবু হানিফা (রঃ)র শাগরেদগণ তাঁহার সহিত মতভেদ করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে, তিনি একটি বালককে কর্দ্দমের মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহার পদস্খলিত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিলেন, ইহাতে বালক উত্তরে বলিল, তুমি পদস্খলন হইতে বিরত থাক, কেননা একজন আলেম পদস্খলিত হইলে, জগত পদস্খলিত হইবে। সেই সময় তিনি নিজের শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, যদি তোমাদের পক্ষে কোন দলীল প্রকাশিত হয়, তবে তোমরা সেই মতাবলম্বন কর। সেই হইতে প্রত্যেক শাগরেদ তাঁহার কোন রেওয়াএত গ্রহণ করিতেন এবং উহা প্রবল প্রতিপন্ন করিতেন। ইহা তাঁহার অতিশয় এহতিয়াত ও পরহেজগারির চিহ্ন।

আল্লামা শামী ইহার টীকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার শাগরেদগণের কোন কথা উক্ত এমাম ছাহেবের কথার বাহিরে নহে। এই হেতু অলওয়ালজিয়া কেতাবে জেনাইয়াতের অধ্যায়ে লিখিত আছে, আবু ইউছোফ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যে কোন কথা আবু হানিফার বিপরীতে বলিয়াছি, উহা তাঁহার কথিত রেওয়াএত। জোফার (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আমি কোন বিষয়ে আবু হানিফার বিপরীতে মতাবলম্বন করিয়াছি, উহা তাঁহার কথিত মত, তৎপরে তিনি উহা হইতে রুজু করিয়াছেন। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, নিশ্চয় তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, এজতেহাদ ও কেয়াছ দ্বারা তাঁহার শিক্ষক আবুহানিফার অনুসরণ করতঃ বলিয়াছেন।

হাবিকুদছির শেষাংশে আছে, যদি তাঁহাদের কোন এক জনার কথা গ্রহণ করা হয়, তবে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, (এমাম) আবু হানিফার কথা গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা আবু ইউছোফ, মোহাম্মদ, জোফার ও হাছান প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার বড় বড় সমস্ত শাগরেদ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছেন, আমরা কোন মছলা সম্বন্ধে যে কোন কথা বলিয়াছি, উহা আমরা আবু হানিফা হইতে রেওয়াএত করিয়াছি, তাঁহারা এই কথার উপর কঠিন কছম করিতেন। এক্ষেত্রে ফেকহতে যে কোন জওয়াব ও মত আছে, উহা যেরূপ হউক না কেন উক্ত এমামের

মত, অন্যের দিকে যাহা নেছবত করা হইয়াছে উহা মাজাজ ভাবে বলা হইয়াছে।

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, মোজতাহেদ কোন কথা হইতে রুজু করিলে, উহা তাঁহার মত থাকে না, বরং বাহারোর-রায়েকের কাজার অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, জাহেরে-রেওয়াএতের বাহিরে যে মত হয়, উহা উক্ত এমামের পরিত্যক্ত মত, আর তাঁহার পরিত্যক্ত মত তাঁহার কথা নহে। আরও বাহরোর-রায়েকে তওশিহ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোজতাহেদ কোন মতত্যাগ করিলে, উহার উপর আমল করা জায়েজ নহে। এক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার বিপরীতে যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহা তাঁহার মজহাব নহে, এই সূত্রে তাহাদের কথাগুলি তাঁহাদের মজহাব হইবে, কিন্তু আমরা তাঁহার মজহাবের তকলীদ করা লাজেম করিয়া লইয়াছি, অন্যের মজহাব নহে, এই হেতু আমরা বলিয়া থাকি, নিশ্চয় আমাদের মজহাব হানাফি, আমাদের মজহাব ইউছফি ইত্যাদি নহে।

আল্লামা-শামী উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, এমাম ছাহেব যখন নিজের শিষ্যগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মতগুলির মধ্যে যেটির দলীল তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা তাঁহারা যেন গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, উহা উক্ত এমাম ছাহেবের মত হইল, কেননা উহার ভিত্তি উক্ত নিয়ম কানুনের উপর স্থাপিত হইয়াছে, যাহা তিনি তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই উহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত নহে এইহেতু উহাও উক্ত এমামের মজহাব হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত যাহা আল্লামা বিরি 'আশবাহ' কেতাবের টীকার প্রথমভাগে এবনো শেহনার শরহে হেদায়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার এবারত এই—যদি হাদিছ ছহিহ হয় এবং উহা মজহাবের খেলাফ হয়, তবে হাদিছের উপর আমল করিতে হইবে। উহা এমাম ছাহেবের মত হইবে। উক্ত হাদিছের উপর আমল করিলে, তাঁহার মজহাবাবলম্বী ব্যক্তি হানাফী মজহাব হইতে বাহির হইয়া যাইবে না, কেননা ছহিহ ছনদে উক্ত এমাম হইতে কথিত হইয়াছে, যদি হাদিছ ছহিহ হয়, তবে উহা আমার মজহাব। এবনো-আবদুল বার আবুহানিফা ও অন্যান্ন এমাম হইতে ও এমাম শায়ারানি চারি এমাম হইতে উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত মত হানাফী মজহাবে গ্রহনীয় হইবে। উহাও এমাম ছাহেবের মজহাব বলিয়া গ্রহণীয় হইবে।

তৎপরে উহার ২৬ পৃষ্ঠায় বাহারোর-রায়েক হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত মত পরিত্যক্ত।

উহার ৪১ পৃষ্ঠায় শামী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, এমাম কোন মত হইতে রুজু করিলে, উহা তাহার মত থাকে না।

আরও বাহরোর-রায়েক ও তওশিহ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এমামের পরিত্যক্ত মতের উপর আমল করা জায়েজ নহে।

পাঠক, ইহার অসারতা ইতিপূর্ব্বেই শামী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বাহাছ-নামা ২৬ পৃষ্ঠায়,—

শামীতে আছে ;— এমাম মোহাম্মদের কওল এমাম আবু ইউছুফের কওল বিদ্যমান থাকিতে যখন সে কওল সংশোধিত কিম্বা তাহার দলীল বল প্রদত্ত না হয়, ইহার চেয়ে সমধিক বাতীল জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া যখন সে কওল পরিশুদ্ধ না হয় ও পরিত্যক্ত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া।

আমাদের উত্তর

শামীর প্রথম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় এবং উহার হাশিয়া দোর্রোল মোখতারের এবারত এই,—

و ان الحكم و الفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق لا جماع (قوله) بالقول المرجوح) كقول محمد مع وجود قول ابى يوسف اذا لم يصحح او يقو وجهه و اولى من هذا بالبصلان الاقتاء بخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصحح والافتة بالقول المرجوع عنه ره ج ٥

"দুর্ব্বল মতের উপর হুকুম ও ফৎওয়া দেওয়া অজ্ঞতা ও এজমার

বিপরীত, যেরূপ আবু ইউছুফের মত থাকিতে মোহাম্মদের মত যদি শেষোক্ত মত ছহিহ সপ্রমাণ না হয় কিম্বা উহার দলীল প্রবল প্রতিপন্ন না হয়, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত ফৎওয়া দেওয়া যদি উহা ছহিহ প্রমাণিত না হয় তবে আরও সমধিক বাতীল, এইরূপ পরিত্যক্ত কওলের উপর ফৎওয়া দেওয়া।"

ইহা লেখকের দাবির বিপরীত কথা হইল, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি এমাম মোহাম্মদের মত ছহিহ কিম্বা প্রবল প্রতিপন্ন হয়, তবে এমাম আবু ইউছোফের মত থাকিতেও এমাম মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

শামী, ১/৬৬ পৃষ্ঠা,—

وقد صرحوا بان الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوى الارحام و فى قضاء الشباه و التظائر الفتوى على قول ابى يوسف فيما يتعلق بالقضاء كمافي القنية والبزازية وفى شرح البيرى ان الفتوى على قول ابى يوسف ايضا على الشهادات و على قول زفر في سبع عشرة مسئلة○

"নিশ্চয় ফকিহগণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাবেল-আরহামের সমস্ত মছলাতে (এমাম) মোহাম্মদের মতের উপর ফৎওয়া হইবে। আরও আশবাহ অন্নাজায়েরে আছে, কাজা (বিচার ব্যবস্থা) সংক্রান্ত মছলাগুলিতে (এমাম আবু ইউছোফের মতের উপর ফৎওয়া হইবে, যেরূপ কিনইয়া ও বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। শরহে বীরিতে আছে আরও শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রদান) সম্বন্ধে (এমাম) আবু ইউছোফের মতের উপর এবং ১৭টি মছলাতে (এমাম) জোফারের মতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে।"

আরও প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত দলিলে বুঝা যায় যে, যদি জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কোন রেওয়াএত ছহিহ সপ্রমাণ হয়, তবে উহার উপর ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

তাহতাবী, ১/৪৩৭ পৃষ্ঠা,—

انهم نصوا على ان مابه الفتوي مقدم على غير ☆ ولو ظاہر الرواية ٥

"নিশ্চয় ফকিহগণ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের চেয়ে যদি উহা জাহেরে রেওয়াএত হয়, অগ্রগণ্য হইবে।

উল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আমির ও কাজীর রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হইলেও এবং ছহিহ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও উহার উপর ফৎওয়া শব্দ লিখিত হয় নাই, পক্ষান্তরে বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ বিদ্যানের ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কাজেই ইহা একমাত্র গ্রহণীয় হইবে।

বাহাছ-নামা ৩৬ পৃষ্ঠা,—

اعلم ان ما اتفق اصحابنا في الرواية الظاہرة عنهم يفتى به قطعا٥

"তুমি জানিয়া রাখ যে, যে কথার উপর আমাদের এমামগণ অর্থাৎ এমাম আবূ হানিফা (রঃ) ও তাঁহার শিষ্যগণের এত্তেফাক (ঐক্য) আছে, জাহেরে-রেওয়াএতে, সেই কথার সহিত নিঃসন্দেহে ফৎওয়া দেওয়া হইবে। জাহেরে-রেওয়াএত ছাড়া অন্য কোন রেওয়াএতের সহিত ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না, কারণ জাহেরে রেওয়াতে ছাড়া অন্যান্য রেওয়াত পরিত্যক্ত বা অ-প্রকাশিত গয়ের মাত্বব্বর রেওয়াএত।

আমাদের উত্তর

উল্লিখিত এবারতের অর্থ এই,—জাহেরে-রেওয়াএতের যে কথার উপর আমাদের এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার শাগরেদগণ একমত হইয়াছেন, নিশ্চিতভাবে উহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে।

ইহার পরে দোর্রোল-মোখতারে ইহা লিখিত আছে।

و اختلف فيما اختلفو افيه

আর যে বিষয় তাহারা মতভেদ করিয়াছেন, তাহাতে মতভেদ হইবে।

লেখক ইহার পরে যে চিহ্নিত শব্দগুলি লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় উহার অনুবাদ নহে, উহা জাল কথা। এইরূপ জাল কথা লিখিয়া অজ্ঞ সমাজকে গোমরাহ করা খোদাভীরু আলেমগণের কার্য্য নহে। যদি লেখক উক্ত কথাগুলি লিখিত আরবি এবারতের অনুবাদ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন, তবে ১০০ (একশত) টাকা পুরস্কার পাইবেন।

এক্ষণে আসুন, ইহা তদন্ত করা হউক, মিশরের মর্ম্ম লইয়া এমামগণ একমত হইয়াছেন কি না?

হেদায়া, ১/১৪৮ পৃষ্ঠা—

والمصر لجامع كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام والحديد وهذا عن ابى يوسف وعنه انهم اذا اجتمعوا فى اكبرمساجدهم لم تسعهم والاول اختيار الكرخى وهوالظاهر والثانى اختيار الثاجى ☆

আর জামে মেছর, এরূপ প্রত্যেক স্থানকে বলা হয়, যে স্থানে একজন আমির ও কাজী থাকেন, আর সেই কাজী আহকাম ও হদ সকল জারি করেন, ইহা আবু ইউছোফ (রহঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। আরও তাঁহা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা যদি তাহাদের সব চেয়ে বড় মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না। (ইহাই জামে মেছর হইবে)।

প্রথম মতটি কারখির মনোনীত মত। ইহাই জাহেরে-রেও-য়াএত। আর দ্বিতীয়টি ছালজির মনোনীত মত।

আরকানে-আরবায়া, ২১৯ পৃষ্ঠা,—

فى فتح القدير قال الامام ابوحنيفة بلده فيها سكك واسواق ورال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع اليه من الحوادث

"ফৎহোল-কদীরে আছে, এমাম আবু হানিফা বলিয়াছেন, (মিছর) উক্ত শহরকে বলা হয় যাহাতে গলী সকল ও বাজার সকল থাকে,

তথায় একজন হাকেম থাকেন, যিনি অত্যাচারি হইতে প্রপীড়িতের দাদ গ্রহণ করেন। আরও তথায় একজন আলেম থাকেন ঘটনাবলীতে যাহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়।"

মাজমায়োল-আনহোর ১/১৬৭।

وعن محمد ان كل موضع مصره الامام فهو مصر حتى لوبعث الى قرية نائبا لاقامة الحدود والقصاص تصير مصوا فاذا عزله يلتحق بالقرى ☆

"মোহাম্মদ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, যে কোন স্থানটিকে এমাম (খলিফা) শহর স্থির করেন, তাহাই শহর হইবে, এমন কি যদি তিনি হদ ও কেছাছ জারি করা উদ্দেশ্যে কোন গ্রামে নাএব প্রেরণ করেন, তবে উহা শহর হইবে। আর যখন তিনি তাহাকে পদচ্যুৎ করেন, তখনই উহা গ্রাম বলিয়া গণ্য হইবে।"

উল্লিখিত বিবরণে বুঝা হয়, মিছরের অর্থ তিন এমাম তিন প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন, বরং এক এমাম আবু ইউছোফ দুই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই এ স্থলে জাহেরে-রেওয়াএতে তিন এমাম এক মত হন নাই, এসূত্রে জাহেরে-রেওয়াএতের উপর নিশ্চিতরূপে ফৎওয়ার দাবি করা এই এবারতকে প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করা কিরূপে সমীচীন হইবে?

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন যে, জাহেরে-রেওয়াএত ছাড়া অন্যান্য রেওয়াএত পরিত্যক্ত, গয়ের মা'তব্বর রেওয়াএত, ইহাই বাতীল কথা, যে মছলাতে জাহেরে-রেওয়াএত না পাওয়া যায়, তথায় নওয়াদের রেওয়াএত গ্রহণ করা হয়। কিম্বা তৃতীয় তবকার রেওয়াএত গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ফেকহের কেতাবে ইহার সহস্র সহস্র প্রমাণ আছে।

শামী, ২/৬৪ পৃষ্ঠা,—

الثانية مسائل النوادروهى المروية عن اصحابنا المذكورين لكن لافى الكتب المذكورة بل رمسافي كتب اخر لمحد كالكيسا نيات و الجر جانيات و الوقيات ومافى كتب غير كتب محمد كا لمخر و للحسن بن زياد وغيره و منها كتب الا مالي المروية عن ابي يوسف و اما بور اية مفردة كرواية ابن سماعة و المعلي بن منصور وغيرها الثالثة الوقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون و المتاخيرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية و هم اصحاب ابى يوسف و محمد و اصحاب اصحابها و هلم جرا كثيرون فمن اصحابها مثل عصام ابن يوسف و ابن رستم و محمد بن سماعة ابي سليمان الجر جاني وابي حفص البخاري و من بعدهم مثل محمد بن سلمة و محمد بن مقاتل و نصيرين يحي و ابى نصر القاسم بن سلام و اول كتاب جمع فى فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه ابي الليث السمر قندى ثم جمع في المشائخ بعده كتبا اخر كمجرموع النو ازل و الواقعات للنا طفى والواقعات للصدر الشهيد ثم ذكر المتاخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما فى فتاوى قاضيخان و الخلاصة و غير ها و ميز بعضهم كمافى كتاب المحيط ارضى الدين السرخسى فائه ذكر اولا مسائل الاصول ثم النو ادر الفتاوى ○

দ্বিতীয় প্রকারে নওয়াদেরের মছলাগুলি তৎসমস্ত উল্লিখিত আমাদের এমামগণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত জাহেরে-রেওয়া-এতের কেতাবগুলিতে নহে, বরং (এমাম) মোহম্মদের অন্যান্য কেতাবে, যেরূপ কয়ছানিয়াত, হারুনিয়াত, জোরজানিয়াত এবং রোকাইয়াত, কিম্বা (এমাম) মোহম্মদের কেতাবগুলি ব্যতীত অন্যান্য কেতাবে যেরূপ হাছান বেনে জিয়াদের মোহার্রার ইত্যাদি, তন্মধ্যে আবু ইউছোফের বর্ণিত কেতোবোল আমালি, কিম্বা পৃথক রেওয়াএতে, যেরূপ এবনো-ছামায়া ও মোয়াল্লা বেনে মনছুর প্রভৃতির রেওয়াএত।

তৃতীয় ওয়াকেয়াত, তৎসমস্ত ঐ সমুদয় মছলা যেগুলি মোজতাহেদগণ ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ যখন তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎসম্বন্ধে কোন রেওয়াএত প্রাপ্ত হন নাই, কেয়াছ করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা আবু ইউছফ ও মোহাম্মদের শাগরেদগণ ও শাগরেদগণের শাগরেদগণ, এইরূপ যত নীচে যাউক, তাঁহারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, উভয়ের শাগরেদগণ যেরূপ এমাম বেনে আবু ইউছোফ, এবনো-রোস্তম, মোহাম্মদ বেনে ছেমায়া, আবু ছোলায়মান জোরজানি, আবু হাফ্‌ছ বোখারী, তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণ, যেরূপ মোহাম্মদ বেনে ছালমা, মোহাম্মদ বেনে মোফাতেন, নছির বেনে এহইয়া, আবুনছর কাছেম বেনে ছালাম।

আমি যতদূর অবগত হইয়াছি, প্রথমে তাঁহাদের ফৎওয়া সম্বন্ধে যে কেতাব সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা ফকিহ আবুল্লাএছ ছামার কান্দির কেতাবোন্নাওয়াজেল, তৎপরে ফকিহগণ অন্যান্য কেতাব সঙ্কলন করিয়াছিলেন, যেরূপ মজমুয়োন্নাওয়াজেল, ওয়াকেয়াতে-নাতেফি' ওয়াকেয়াতে ছদরে-শহীদ। তৎপরে পরবর্ত্তী আলেমগণ পৃথক পৃথক না করিয়া মিলিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, ফাতাওয়ায়ে কাজিখান, খোলাছা, ইত্যাদি তাঁহাদের কতকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ রাজিউদ্‌দিন ছারাখছির মুহিত কেতাবে কেননা তিনি প্রথমে জাহেরে-রেওয়াএতের মছলাগুলি, তৎপরে নাওয়াদেরের মছলাগুলি, তৎপরে ফাতাওয়ার মছলাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, হানাফিদিগের ফেকহের কেতাবগুলিতে নওয়াদের ও মোয়াক্ষেরিণ-আলেমগণের অনেক মছলা লিখিত আছে, হানাফিগণ তৎসমুদয়ের প্রতি আমল করিয়া থাকেন, কাজেই লেখকের দাবি বাতীল।

বাহাছমামা, ৩৯ পৃষ্ঠা,—

দোর্রোল-মোখতার—'দুর্ব্বল কথার সহিত কাজীর হুকুম দেওয়া ও মুফতির ফৎওয়া উভয়ই নির্ব্বুদ্ধিতা ও একতা বিদীর্ণ করা (হারাম)।

শামী ;—মরজুহ কওল (দুর্ব্বল কথার) আমল করিতে ও তদপ্রতি ফৎওয়া দিতে হানাফি মজহাবে নিষেধ আছে, কেননা মরজুহ কথা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আশবাহ-আন্নাজায়ের,—

এবং মনছুখের সহিত আমল করা হারাম।

আমাদের উত্তর

শামী, ১/৬৯ পৃষ্ঠা,—

قال العلامة الشرنبلالی فی رسالة العقد الفريد مسقتضی منہب الشافعی کما قاله السبکی منع العمل بالقول المرجوح فی القضاء والافتاء وان العمل لنفسه و منہب الحنيفة البعمل المنع عن المرجوح حتی لنفسه لکون المرجوح منسوخا له و قيده البيری بالعامی ای الذی لا راي له يعرف به معنی النصوص حتی قال هل يجوز للا نسان العمل بالعيف من الرواية فی حق نفسه نعم اذاكان له رأي لما اذا كان عاميا فلم اره لكن مقتضی تفتيده بذی الرأی انه لا يجوز للعامی نلك قال فن خزانة الروا يات العالم الذي يعرف معني النصوص والا خبار و ہومن اهل الی اية يجوز له ان يعمل عليها و ان كان مخالفا لمنهبة اه قلت لکن هذا فی غير موضع الضرورة فی معراج الدراية عن فخر الايمة لوافتی مفت بشئي من هذ الاقول فی مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنساه

আল্লামা-শারাম্বালালী নিজ আকদোল-ফরিদ পুস্তকে বলিয়াছেন, শাফেয়ী মজহাবের দলীলের মর্ম এই যে, বিচার ব্যবস্থা ও ফৎওয়া দেওয়া সম্বন্ধে দুর্ব্বল মতের উপর আমল নিষিদ্ধ, কিন্তু নিজে আমল করা নিষিদ্ধ নহে। হানাফিদের মজহাবে দুর্ব্বল মতের উপর আমল, এমন কি নিজের জন্য আমল করা নিষেধ, কেননা দুর্ব্বল মত মনছুখ হইয়াছে।

বিরী এই মতটি আম লোকের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আম লোকের এমন কোন জ্ঞান নাই যদ্দারা সে কোরান ও হাদিছের অর্থ বুঝিতে পারে।

তিনি বলিয়াছেন, নিজে জইফ রেওয়াএতের উপর আমল করা কোন

মনুষ্যের পক্ষে জায়েজ হইবে কি? উত্তর, হাঁ জায়েজ হইবে যদি তাঁহার জ্ঞান থাকে। আর যদি সে ব্যক্তি আম লোক হয়, তবে তাহার ব্যবস্থা দেখি নাই, কিন্তু জ্ঞানবান হওয়ার শর্ত্ত করায় বুঝা যায় যে, আমলোকের জন্য জায়েজ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, খাজানাতোর-রেওয়াএতে আছে, যে আলেম কোরান ও হাদিছের অর্থ বুঝিতে পারে, আরও তিনি বিবেক সম্পন্ন হন, তবে তাঁহার পক্ষে নিজের মজহাবের বিপরীত হইলেও উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে। আমি বলি, ইহা জরুরতের স্থল না হইলে, হইবে।

মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে ফখরোল-আএম্মা হইতে রেওয়া-এত করা হইয়াছে, যদি কোন মুফতি জরুরতের স্থলে সহজ পন্থা অন্বেষণ উদ্দেশ্যে এই (জইফ রেওয়াএতগুলির মধ্যে কোন রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেন, তবে উৎকৃষ্ট হইবে।)

উপরোক্ত বিবরণে মৌলবি মাহমুদ আলির উপস্থাপিত দলীল রদ হইয়া গেল।

ভুল সংশোধন, ৪৮ পৃষ্ঠা, জুমা বিনাশ ৫৬ পৃষ্ঠা, —শামী কেতাবে আছে,—

যখন রেওয়াএতদ্বয়ের একটি জাহেরোর-রেওয়াএত হয় এবং অন্যটি তাহা ছাড়া, তখন অস্পষ্টে ইহাই বলা হইয়াছে যে, জাহেরোর-রেওয়াএত হইতে বিমুখ হইতে নাই। নিশ্চয় ঐ জাহেরোর-রেওয়াএতকে প্রকান্তরে সবল বলা হইয়াছে। অতএব জাহেরোর-রেওয়াএত হইতে নিশ্চয় বিমুখ হইতে নাই।

জুমা বিনাশে অনুবাদ ঠিক হয় নাই, আবল তাবল কিছু যোগ করা হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ উহা দেখিলে, লেখকের অবান্তর কথার প্রমাণ পাইবেন, অধিকন্তু উভয়ে শামী কেতাবের কিছু এবারত বাদ দিয়া ধোকাবাজির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমি শামী কেতাবের ১/৭২ পৃষ্ঠার পূর্ণ এবারত লিখিয়া লোক সমাজে তাদের ধোকাবাজি দেখাইয়া দিতেছি,—

و فی وقف البحر اذا کان احد القولین ظاہر الروایة و الاخر غیرہا فتمف صرحوا اجمالا بانه لا یعدل عن ظاہر الروایة فهوا ترجیح ضمنی لکل ما کان ظاہر الروایة فلا یعدل عنه بلا ترجیح صریح لمقابله○

"বাহরোর-রায়েকের অক্ফের অধ্যায়ে আছে, যদি একটি কথা জাহেরোর-রেওয়াএত হয় এবং দ্বিতীয় কথা অন্য প্রকার রেওয়াএত হয়, তবে নিশ্চয় ফকিহগণ মোটামুটি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাহেরে-রেওয়াএত ত্যাগ করা হইবে না, এই কথাতে প্রত্যেক জাহেরে-রেওয়াএতকে অস্পষ্ট 'তরজিহ' দেওয়া (প্রবল প্রতিপন্ন করা) হইল, যতক্ষণ উহার বিপরীত রেওয়াতেকে স্পষ্ট তরজিহ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ উহা ত্যাগ করিতে হইবে না।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, জাহেরে-রেওয়াএতের বিপরীত কোন রেওয়াএতকে স্পষ্ট তরজিহ দেওয়া হইলে জাহেরে রেওয়াএত পরিত্যক্ত হইবে। তাহতাবী, ১/৪৩৭ পৃষ্ঠা,—

فیه انهم نصرا علی ان مابه الفتوی مقد علی غیره ولو ظاہر الروایة ○

উহাতে আছে, নিশ্চয় ফকিহগণ বলিয়াছেন, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে যদিও অন্য রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হয়।

শহরের প্রথম ও দ্বিতীয় মর্ম বর্ণনাকালে বিদ্বানগণ ইহা মনোনীত, বিশ্বাসযোগ্য, ছহিহ, সমাধিক ছহিহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লেখ করা কালে علیه الفتوی ইহার উপর ফৎওয়া هو القابل للفتوی ইহা ফৎওয়ার উপযুক্ত, وعلیه فتوی اکثر الفقهاء ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া, এই শব্দগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, আর শামী কেতাবে খাজা নাতোর-রেওয়াতে ও ফাতাওয়ায়-খয়রিয়া হইতে

উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যে রেওয়াএতের পরে শেষোক্ত শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই রেওয়াএতটি গ্রহণীয় ও উহার বিপরীত মত পরিত্যক্ত হইবে, এই হেতু বড় মছজেদের রেওয়াএত একমাত্র গ্রহণীয় হইবে।

পাঠক, এক্ষণে বুঝিলেন'ত, বড় মছজেদের রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত না হইলেও উহার স্পষ্ট তরজিহ উল্লিখিত হইয়াছে, এই হেতু জাহেরে-রেওয়াএত পরিত্যক্ত হইবে।

বাহাছ-নামা, ৪১ পৃষ্ঠা ও জুমা বিনাশ ৫৬ পৃষ্ঠা,—

"যখন তছহিহ (সহিহ মত) নির্ব্বাচনে মতভেদ করা হইবে, তখন জাহেরে-রেওয়াএতের মতাবলম্বী (মতানুসারে কার্য্যকরী) হওয়া ওয়াজেব।"

এস্থলেও উভয় সাহেব ধোকাবাজী করিয়াছেন। আমি শামী কেতাবের ১/৬৭ পৃষ্ঠা হইতে মূল এবারত উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের ধোকা লোক সমাজে প্রকাশ করিতেছি,—উক্ত এবারত এই,—

صرح فی کتاب الرضاع من البحر حیث قال الفتوی اذا اختلف کان الترجیح ظاہر الروایة وفیه من باب المرصم اذا اختلف التصحیح و جب الفحص عن ظاہر الروایة و الرجوع الیها و کذا لو کان احدهما قول الاکثر ان لما قدمناه عن الحاوی ۝

বাহরোর রায়েকের দুগ্ধপানের অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যদি ফৎওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হয়, তবে জাহেরে-রেওয়াএতের তরজিহ হইবে। উক্ত কেতাবের (জাকাতের) মাছরাফের অধ্যায়ে আছে, যদি তছহিহ تصحیح সম্বন্ধে মতভেদ হয়, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অনুসন্ধান এবং উহার দিকে রুজু করা ওয়াজেব। এইরূপ যদি উভয়ের মধ্যে একটি অধিকাংশের মত হয়, তবে তাহার তরজিহ হইবে, ইহার কারণ ইতিপূর্বে হাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছি।"

ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, যদি জাহেরে-রেওয়াএত ও নাদের-রেওয়াএত উভয় রেওয়াএত লিখিয়া 'ছহিহ' বলা হইয়া থাকে, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অগ্রগণ্য হইবে।

এইরূপ জাহেরে-রেওয়াএত ও নাদেরে-রেওয়াএত উভয় উল্লেখ করিয়া و عليه الفتوي 'ইহার উপর ফৎওয়া' লিখিত হইয়াছে, তবে জাহেরে-রেওয়াএত অগ্রগণ্য হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি উভয় প্রকার রেওয়াএতের পরে তুল্য শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে এইরূপ হুকুম হইবে। আর যদি জাহেরে-রেওয়াএতে যে শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, নাদের-রেওয়াএতে তদপেক্ষা সমধিক তাকিদ সূচক শব্দ উল্লিখিত হয়, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে না। তাহতাবী হইতে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা জাহেরে রেওয়াএত অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে।

উক্ত শামী কেতাবের ১/৫৩ পৃষ্ঠায় আছে,—

وفى وقف البحر و غيره متى كان فى المسئلة قولان مصححان جاز القضاء و الافتاء با حد هما (قوله) و فى وقف البحر الى اخر) هذا محمول على ما اذ لم يكن لفظ التصحيح فى احد هما أكد من الاخر كما اورده ح اي فلا يتخير بل يتبع لاكد كما ياتى○

"বাহরোর-রায়েকের অকফের অধ্যায়ে ও অন্যান্য কেতাবে আছে, যদি কোন মছলাতে দুইটি ছহিহ স্থিরীকৃত মত থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনটির দ্বারা ব্যবস্থা প্রদান করা ও ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে, ইহা উক্ত সময়ের ব্যবস্থা হইবে—যখন উভয় রেওয়াএতের মধ্যে কোনটির শব্দ সমধিক তাকিদ সূচক (দৃঢ়তা ব্যঞ্জক) না হয়, ইহা (ح) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ (যদি একটিতে সমধিক তাকিদ সূচক থাকে), তবে প্রত্যেকটির উপর ফৎওয়া দিতে হুকুম দেওয়া হইবে না, বরং সমধিক তাকিদ সূচক মতের অনুসরণ করিবে, যথা ইহার বিবরণ আসিতেছে।"

ঐ দলের লোক জুমা বিনাশের ৪৯-৫১ পৃষ্ঠায় ও বাহাছনামার ৩৭/৩৮ পৃষ্ঠায় মারাকিল-ফালাহের টীকা তাহতাবী ও কবিরির এবারত হইতে বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কবিরির মত কয়েক কারণে বাতীল কবিরির মতের মর্ম্ম এই,—

"বিদ্বানগণ মিছরের ব্যাখ্যা লইয়া বহু মতভেদ করিয়াছেন, উহার মীমাংসা এই যে, মক্কা ও মদিনা দুইটি শহর এতদুভয়স্থলে নবী (ছাঃ) এর জামানা হইতে এই পর্য্যন্ত জুমা কায়েম করা হইতেছে, কাজেই যে কোন স্থান এতদুভয়ের একটির তুল্য হইবে, উহা শহর হইবে। আর যে কোন শহরের ব্যাখ্যা এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটির সহিত খাপ না খায়, উহা অগ্রাহ্য হইবে। এমন কি মোখতার, বেকায়া প্রণেতা প্রভৃতির ন্যায় একদল মোতায়াক্কেরিণ যে ব্যাখ্যাটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন, যথা—যে স্থানের অধিবাসীদিগের স্থান তথাকার বড় মছজেদে সঙ্কুলান না হয়, উহা শহর হইবে, তাহাও অগ্রাহ্য হইবে। কেননা মক্কা ও মদিনার দ্বারা উক্ত তারিফটী নাকিছ হইয়া যাইতেছে, ইহার কারণ এই যে, উভয় স্থানের মছজেদ তথাকার অধিবাসীদিগের, বরং তদতিরিক্ত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইয়া থাকে। আর ইহারও প্রমাণ নাই যে, হজরত নবি (ছাঃ)-এর ও তাঁহার ছাহাবাগণের জামানায় মক্কা ও মদিনার আয়তন বর্ত্তমান মক্কা ও মদিনার আয়তন অপেক্ষা বড় ছিল। কিম্বা স্থানদ্বয়ের মছজেদ বর্ত্তমান জামানার মছজেদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল। কাজেই এই তারিফটি অগ্রাহ্য হইবে।

আমাদের উত্তর,—

(১) এমাম আবুহানিফা, এমাম আবুইউছোফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানের বড় মছজেদে তথাকার অধিবাসীদিগের স্থান সঙ্কুলান না হয়—এত অধিক জুমার হুকুম প্রাপ্ত নামাজিদের সংখ্যা হইলে, উক্ত স্থানকে শহর বলা হইবে।

কবিরি লেখক ও তাহতাবী তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার ফকিহ নহেন। যখন উক্ত চারি তবকার ফকিহগণ উক্ত এমামত্রয়ের বিরুদ্ধাচারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না, তখন তাহারা খাঁটি মোকাল্লেদ হইয়া তাঁহাদের উল্লিখিত তা'রিফকে অগ্রাহ্য বলিয়া দাবি করিতে পারেন না, করিলেও উহা বাতীল দাবী হইবে।

কবিরি লেখক ও তাহতাবী যখন আছহাবে-তরজিহ ও আছহাবে-তমিজ নহেন, তখন আছহাবে তরজিহ ও আছহাবে-তামিজ ফকিহগণের মনোনীত মতকে অগ্রাহ্য হওয়ার দাবি করিতে পারেন না, সে শক্তি তাঁহাদের নাই, করিলেও উহা বাতীল দাবি হইবে।

(২) কবিরি লেখক হালাবী ও তাহতাবী আমির ও কাজী থাকার রেওয়এতটী মনোনীত স্থির করিয়াছেন, উহা কোরান-শরিফ ও হাদিছ শরিফ ও ছাহাবাগণের আমল হইতে গ্রহণের অযোগ্য স্থিরীকৃত হয়।

বনি-ইছরাইল সম্প্রদায় বলিয়াছিল, আমরা মান্না ও ছালওয়া চাহি না, শাক, কাঁকুড়, গম, মসুর, পিয়াজ চাহি। তদুত্তরে আল্লা বলিয়াছিলেন—

اهبطوا مصرا ○

"তোমরা মিছরে অবতরণ কর, তোমরা যাহা চাহিতেছ, তাহা তথায় পাইবে।"

এস্থলে বুঝা যায় যে, যে স্থানে উল্লিখিত শস্যগুলি পাওয়া যায়, উহাই মিছর (শহর) হইবে।

এক্ষণে আমি কবিরি লেখক ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন কারিগণকে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত শহরে কি মুছলমানি শরীয়তের আমির ও কাজী ছিল? কখনই না, কাজেই আমির ও কাজীর রেওয়াএত কোরআন শরীফের আয়ত হইতে গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হইল।

হাদিছ শরীফ ও ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, স্বয়ং নবি (ছাঃ) প্রথমে বনি-ছালেমের বাৎনে-ওয়াদীতে জুমা পড়িয়াছিলেন, তথায় বাদশাহ, আমির, কাজী ও হদ জারি কিছুই ছিল না। কাজেই হজরতের হাদিছ হইতে কবিরি লেখকের মনোনীত মতটি জইফ (গ্রহণের অযোগ্য) সপ্রমাণ হইল।

ফৎহোল-বারির ১/৩৭৯/৩৮০ পৃষ্ঠায় এবং আয়নীর ২/৬৫/৪৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'রওহা' একটি গ্রাম, উহা মদিনা শরীফ হইতে দুই দিবসের পথ দূরস্থিত, ওয়াদী বনি ছালেম হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত, উক্ত গ্রামে জামে' মছজেদ আছে।

'রোওয়ায়ছা' একটি গ্রামের নাম, উহা মদিনা শরীফ হইতে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত, উক্ত গ্রামে একটি জামে মছজেদ আছে।

'আরজ' একটি গ্রামের নাম, মদিনা হইতে মক্কা গমণকালে পথের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। উহা রোয়ায়ছা হইতে ১৩ কিম্বা ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত, তথায় একটি জামে' মছজেদ আছে।

ফৎহোল-বারী, ২/২৫৯ পৃষ্ঠা,—

عن ابن عمر انه كان يرى اهل المياه بين مكة و الدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ○

(হজরত) এবনো-ওমার (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত কূপের অধিকারিগণকে জুমা পড়িতে দেখিতেন কিন্তু তাহাদের উপর দোষারোপ করিতেন না।

এইরূপ জেদ্দা ও হেদ্দাতে বরাবর জুমা হইয়া আসিতেছে, কবিরি লেখক যে আমির, কাজি ও হদ জারি করার রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছিলেন, উহা রওহা, রোওয়ায়ছা, আরজ, জেদ্দা ও হেদ্দাতে পাওয়া যাইত কি? কখনই না, এই ছাহাবাগণের সর্ব্ববাদী সম্মত আমল হইতে তাঁহার মনোনীত রেওয়াএত গ্রহণের অযোগ্য প্রমাণিত হইল।

বরং হজরত নবী (ছাঃ) যখন মদিনা শরীফে উপস্থিত হইয়া জুমা কায়েম করেন, তখন তা তিনি আগন্তুক হিসাবে আগমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি শরীয়তের সমস্ত আহকাম ও হদ জারী করার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন না, ইতিহাসে ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আছে, ইহাতেও কবিরি লেখকের মনোনীত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

(৩) হালাবী ও তাহতাবী বলিয়াছেন, মক্কা ওমদিনাতে হজরত নবী (ছাঃ) এর জামানা হইতে জুমা হইয়া আসিতেছে, কাজেই উক্ত স্থানদ্বয়কে মিছর (শহর) নির্ব্বাচন করিতে মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে। ইহা তাঁহাদের ভ্রমাত্মক দাবী। ছহিহ দাবী এইরূপ হইবে, হজরতের জামানা হইতে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা, হেদ্দা, বাৎনে-ওয়াদী, রোওয়ায়ছা, রওছা, আরজ ইত্যাদি স্থানসমূহে জুমা হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত স্থানের উপর যে তারিফটি খাপ খায়, সেই তারিফটি ছহিহ হইবে। মিছর নির্ব্বাচন করিতে এই স্থানগুলিকে মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে। ইহাতে বড় মছজেদের তা'রিফটি ছহিহ সপ্রমাণ হয় এবং কবিরির মনোনীত মতটি অর্থাৎ আমির, কাজী ও হদ জারি করার তারিফ নাকিছ হইয়া পড়ে।

(৪) তাহতাবী ও এবরাহিম হালাবী বলিয়াছেন, বড় মছজেদের ব্যাখ্যাটি

মক্কা ও মদিনার মছজেদের সহিত খাপ খায় না, কেননা তথাকার অধিবাসীগণের স্থান উক্ত মছজেদদ্বয়ে সঙ্কুলান হইত, কাজেই এই তারিফ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনা শরীফের শহর হওয়া প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহাদের এস্থলে ভ্রান্তির কারণ এই যে, তাঁহারা বড় মছজেদের অর্থ জামে' মছজেদ লইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড় মছজেদের অর্থ পাঞ্জগাণা মছজেদগুলির মধ্যে যেটি বড় মছজেদ, উহার উপর লক্ষ্য করিয়া শহরের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহারা ইহা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বারজান্দির ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

ذكر فى الخرانة ان احسن ما قيل فى هذا لباب ثم اذا كانوا بخال لوا اجتمعوا فى اكبر مساجدهم لا يسعهم حتى احتاجوا الى بناء المسجد الجامع فهذا صريح في ان المراد با كيرا المساجد غير المسجد الجامع و قد صرح في فتاوى الزاهدى من ان المراد بااكبر المساجد اكبر المساجد للصلوات الخمس ০

খাজানা কেতাবে আছে, এই শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মতটি উৎকৃষ্ট—"তৎপরে যদি তাহারা এরূপ অবস্থায় হন যে যদি তাঁহারা তাঁহাদের মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, এমন কি তাহাদের জামে' মছজেদ প্রস্তুত করার আবশ্যক হইয়া পড়ে, (তবে উক্ত স্থানকে শহর বলা হয়)। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বড় মছজেদের মর্ম্ম জামে' মছজেদ নহে। নিশ্চয় ফাতাওয়ায়-জাহেদীতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বড় মছজেদের মর্ম্ম পাঞ্জগানা মছজেদগুলির মধ্যে যেটি বড় মছজেদ হয়।"

বাহারোর-রায়েক, ২/১৪০ পৃষ্ঠা,—

في المجتبى و عن ابى يوسف انه ما اذا جتمعوافى اكبر مساجد الصلوات لم لخمس لم يسعهم و عليه فتاوى اكثر الفقهاء ০

"মোজতাবা কেতাবে আছে, (এমাম) আবুইউছোফ (রঃ) বলিয়াছেন, যে স্থানটি এরূপ হয় যে, যদি তথাকার লোকেরা তাহাদের পাঞ্জগানা

মছজেদগুলির মধ্যে বড়টিতে সমবেত হন, তবে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়, উক্ত স্থানটিকে শহর বলা হয়। এই মতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।"

এক্ষণে তাহতাবী ও হালাবীর ভ্রম বুঝুন, মক্কা ও মদিনা শরীফে যতগুলি পাঞ্জেগানা মছজেদ ছিল, তৎসমস্তের মধ্যে এক একটি বড় মছজেদ আছে, উভয় স্থানের অধিবাসীগণের মধ্যে এক একটি বড় মছজেদ সঙ্কুলান হইত না, কাজেই উক্ত তারিফ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনা শরীফের শহর হওয়া সপ্রমাণ হইল।

এস্থলে মক্কা ও মদিনা শরীফের জামে' মছজেদে উক্ত স্থানদ্বয়ের অধিবাসীগণের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কিম্বা না হওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না এবং এই বাতীল প্রশ্নের উপর নির্ভর করতঃ উপরোক্ত বহু ফকিহ কর্ত্তৃক সমর্থিত তারিফকে নাকেছ বলা যাইতে পারে না।

(৫) তৎপরে হালাবী বলিয়াছেন, হেদায়া প্রণেতা আমির ও কাজির রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার বাতীল দাবী। কেননা হেদায়া প্রণেতা প্রথম আমির ও কাজীর রেওয়াএত উল্লেখ করতঃ বলিয়াছেন, ইহা আবু ইউছুফের মত, ইহা কারখীর মনোনীত, আরও ইহা জাহেরে-রেওয়াএত, তৎপরে হেদায়া লেখক বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা আবু ইউছফের মত এবং ছালজির মনোনীত মত। আরও হেদায়া প্রণেতার নিয়ম এই যে, তিনি নিজের মনোনীত মতটি শেষে উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহা হেদায়ার আদ্যান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়, কাজেই বড় মছজেদের রেওয়াএতটি হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত হওয়া প্রমাণিত হইল।

আরও যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আমির ও কাজির রেওয়াএত তাঁহার মনোনীত মত, তবে বলি, হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত না হইলেই যে উহা জইফ মত হইবে, ইহা বাতীল দাবি, কেননা অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, রদ্দোল-মোহতার, ১/৭৪৭ পৃষ্ঠা,—

و عليه فتوى اكثرو الفقهاء ٥

"ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহগণের ফৎওয়া হইয়াছে।"

আরও একটি কথা বড় মছজেদের রেওয়াএত নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের আমলের মোয়াফেক, কাজেই ইহা গ্রহণীয় মত হইবে।

আরও হালাবী বলিয়াছেন, মক্কা ও মদিনার মছজেদদ্বয় পূর্বকালে বর্ত্তমান জামানার মছজেদদ্বয় অপেক্ষা সমধিক ক্ষুদ্র ছিল, ইহাও জানা যায় না, এইটিও তাঁহার বাতীল দাবী।

كتاب اعلام فی اعلام بلد الله الحرام○ নামক কেতাবে আছে,—

تزيد عما رتها و تنقص بحسب الزمان و حسب الولاة و الامن و الخوف و الضلاء و الرافاء○

"মক্কা শরীফের এমারতকালের, শাসন কর্ত্তাদের, শান্তি, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ ও স্বচ্ছলতা পরিবর্ত্তনে হ্রাস বৃদ্ধি হইত।"

তারিখোল-খমিছ—

و اما المسجد الحرام فكان فناء حول الكعبة للطائفين و لم يكن على عهد رسول الله صلعم و ابى بكر رضي الله عنه جدارا يحيط به و انما كانت الدور محرقة و بين الدور ابواب يد خل الناس منها من كل نا حية فلما استخلف عمر بن الخطاب و كثر الناس وسع المسجد و اشترى دورا فهد مهاواد خلهافيه ثم احاط عليه جدارا قصيرا دون القامة و كانت المصابيح توضع فكان عمر اول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ثم كما استخلف عثمان ابتاع المنازل فى سنة ست و عشرين و سع الحرام بها ايضا و بنى المسجد و الا دو قة فكان عثمان اول من اتخذ للمسجد الحرام الا و رقة ثم ان عبد الله بن الزبير زوادفى المسجد زيادة كثيرة ○

"মছজোদোল-হারাম উহা তওয়াফ কারিগণের জন্য কা'বা গৃহের

চতুর্দিকস্থ বারামদা ছিল। নবী (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) এর জামানাতে পরিবেষ্টনকারী প্রাচীর ছিল না, উহার চারিদিকে দগ্ধীভূত ঘরগুলি ছিল, গৃহগুলির মধ্যে দ্বার সকল ছিল, লোকেরা প্রত্যেক দিক্ হইতে উক্ত দ্বারদেশ দ্বারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেন। যখন ওমার বেনেল-খাত্তাব খলিফা নিয়োজিত হইয়াছিলেন ও লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন তিনি উক্ত মছজেদের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও গৃহগুলি ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মছজেদোল-হারামের মধ্যে দাখিল করিয়া লইলেন। তৎপরে তিনি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিলেন যাহা মনুষ্যের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা নিম্নতর ছিল। প্রদীপ সকল উহাতে স্থাপন করা হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, (হজরত) ওমার প্রথমে মছজেদোল-হারামের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন (হজরত) ওছমান (রাঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি ২৬ হিজরীতে কতকগুলি গৃহ ক্রয় করতঃ মছজেদোল-হারামের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও তিনি মছজেদ ও বারামদাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত ওছমান (রাঃ) প্রথমে মছজে দোল-হারামের বারমদা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তৎপরে (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে-জোবাএর মছজেদোল-হারামের আয়তন বহু বেশী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

উক্ত কেতাবে আছে,—

ثم ان الوليد بن عبدالملك وسع المسجد ثم ان المنصور زانه فی شقة الشامی ثم زاد المهدي بعده مرتين و استقر بناه يومنا هذا٥

"তৎপরে অলিদ বেনে আবদুল মালেক মছজেদোল-হারামের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মনছুর শামী কোণে উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরে উহার পরে (খলিফা) মাহদী দুইবার উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উহার আয়তন সেইরূপ আছে।

খোলাছাতোল-অফা,—

روى يحيى فى خبر عن اسامة بن زيد عن ابيه قال كان الذين

اسسوا المسجد جعلوا طاله معايلى القبلة الى موحره مائة ذراع وفى الجانبين الاخرين اى لعرض مثل ذلك فكان مربعا ○

"এহইয়া, ওছামা বেনে জয়েদ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (জয়েদ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, যাহারা মছজেদে-নাবাবী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহারা উহার দৈর্ঘ্য কেবলার দিক হইতে উহার পশ্চাৎদিক পর্য্যন্ত শত হাত স্থির করিয়াছিলেন। অন্য দুই দিক হইতে অর্থাৎ প্রস্থ ঐ পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে উক্ত মছজেদ চৌকোনা ছিল।"

আরও উক্ত কেতাব,—

عن يحيى خارج بن زيد بن ثابت بنى رسول صلعم ○ سبعين ذرا عافى ستين ذراعا○

এহইয়া খারেজ বেনে জয়েদ বেনে ছাবেতের বর্ণনা,—

"নবী (ছাঃ) ৭০ হাত লম্বা ও ৬০ হাত প্রস্থ মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব,—

كان المسجد على هذه الهيئة فى عهد رسول اللهصلعم ولم يزد فيه ابوبكر شيا ولما كان زمان خلافة عمرو كثر الناس و ضاق المسجد منهم وسعه عمروزاد فيه○

"মছজেদ নাবাবী নবী (ছাঃ) এর জামানাতে এই অবস্থাতে ছিল এবং (হজরত) আবুবকর (রাঃ) উহাতে কিছু বৃদ্ধি করেন নাই, আর (হজরত) ওমার (রাঃ)র খেলাফতের সময় লোকদের সংখ্যা অধিক হইলে মছজেদে তাহাদের স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে তিনি উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

فى تاريخ اليافعى ان زيادته كانت فى سنة سبع عشرين و ذكر غيره انه زاد فى هذه اسنة فى المسجد الحرام○

"তারিখে ইয়াফিয়িতে আছে, ১৭ হিজরীতে উহার আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। অন্যান্য লোক বর্ণনা করিয়াছেন, এই সনে মছজেদোল-হারামের

আয়তন তিনি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব,—

ثم غير عثمان فيه و وسعه و زاد فيه زيادات كثيرة قال اهل السير جعل عثمان طول المسجد مائة و ستين ذر اعا و عرضه مائة و خمسين ذرا عاثم زاد فيه الوليد بن عبدالملك بن مروان فى ايام خلافته و جعل اوسع فجعل مائتى ذراع و عرضه فى مقلمه ساستين ذراعاوفى مؤ خره و ثمانين ذراعه

"তৎপরে (হজরত) ওছমান (রাঃ) উহা পরিবর্ত্তন করতঃ উহার আয়তন বহু বেশী করিয়াছিলেন।

ইতিহাস বেত্তাগণ বলিয়াছেন, হজরত ওছমান মছজেদে নবাবীকে ১৬০ হাত দীর্ঘ ও ১৫০ হাত প্রস্থ করিয়াছিলেন। তৎপরে অলিদ বেনে আবদুল মালেক বেনে মারওয়ান তাঁহার খেলাফত কালে উহার আয়তন বৃদ্ধি ও সমধিক প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তিনি উহার দীর্ঘ ২০০ হাত এবং উহার প্রস্থ সম্মুখের দিকে ২০০ হাত ও পশ্চাতের দিকে ১৮০ হাত করিয়াছিলেন।"

উক্ত কেতাব,—

ثم زاد المهدي العباس مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث اخر ثم جد ده المامون فه

"তৎপরে মাহদী আব্বাছ অন্যান্য তিন দিক্ ব্যতীত কেবল শামের দিকে ১০০ হাত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মামুন উহা নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মক্কা মদিনার মছজেদদ্বয় নবী (ছাঃ)-এর জামানাতে ছোট ছিল, তৎপরে উক্ত মছজেদদ্বয়ে লোকদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য উহার আয়তন বারম্বার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, যদিও বড় মছজেদের তারিফ পাঞ্জগানা মছজেদের হিসাবে কথিত হইয়াছে,

তথাচ হালাবী ও তাহতাবীর এই দাবী যে, মক্কা ও মদিনার মছজেদদ্বয় প্রথম অবস্থাতে ক্ষুদ্রতর থাকার কথা জানা যায় না, সুতরাং ইহা বাতীল দাবি হওয়া সপ্রমাণ হইল।

ভুল সংশোধন, ৪৭/৫১, বোরহানোছ-ছালেহিন, ৬৬/৬৭ পৃষ্ঠা, জুমা বিনাশ, ৫৯ পৃষ্ঠা ও বাহাছ-নামা, ৪০ পৃষ্ঠাঃ—

জামেয়োর-রমুজে আছে,—

لانهم قالوا ان هذاالحد غير صحيح عند المحققين ٥

"কেননা তাহারা বলিয়াছেন, এই বড় মছজেদের ব্যাখ্যাটি সূক্ষতত্ত্ববিদগণের নিকট ছহিহ নহে।"

আমাদের উত্তর,—

এইরূপ দোর্‌রোল-মোখতারের টীকা তাহতাবীর ১/৩৪৯ পৃষ্ঠায় আছে, কাহাস্তানি বলিয়াছেন, তাহারা বলিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা সূক্ষ্মবিদ্‌গণের নিকট ছহিহ নহে।

এস্থলে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে قالو তাঁহারা বলিয়াছেন, ইহারা কারারা? ইহারা কি ফকিহ ছিলেন, না মোকাল্লেদ? এইরূপ المحققين সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণ, ইহারা কাহারা? ইহারা ফকিহ ছিলেন, না মোকাল্লেদ? যতক্ষণ ইহা ফকিহগণের মত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যদি উহা ফকিহগণের কথা হইত, তবে মুহিত জহিরিয়া, বাহরোর-রায়েক, নহরোল-ফায়েক, কেফায়া, এনায়া, বাজ্জাজিয়া, হাবিল কুদ্‌ছি, শরহে-অহবানিয়া, মোজতবা, মে'রাজ, হাকায়েক, বাদায়ে, শরহে-দোররোল-বেহার, শরহে-মোলতকা, দোরার, খাব্বাজিয়া, গায়াতোল-বায়ান, জামেয়োন্নাওয়াজেল, ওউন, ছেরাজ, শরহোত্তরতিব, ওয়াল-ওয়ালজিয়া, দোরারোল-বেহার, এখতিয়ার, দোর্‌রোল-মোখতার, জওহারা, কাফি, তবইন, তোহফা, এছ্‌রার, ইয়ানাবী, খোলাছা, জাওয়া মেয়োল-ফেক্‌হ, বারজান্দি, তাতারখানিয়া, গোরার, মোলতাকা, মোনতাকা, শরহে-বেকায়া, হেদায়া, শরহোল মোকাদ্দছি, এমদাদ, নুরোল-ইজাহ, জামেয়োল-ফছুলাএন, মানাহ,

ফয়েজ, দেরায়া, শরহোল-কাফি, ইজাহোছ-ছায়রাফি, বোরহান, অজিজ, মহবুবি, হাওয়াশিয়া-ছা'দিয়া, জামেয়োল-ফাতাওয়া, খাজানা, ওয়াফি, নেছার, মাওয়াহেবোর-রহমান, ছেরাজিয়া, শরহে-আক্‌তা, এতাবিয়া, মোখতার হুলইয়া, শরহে হেদইয়া, এমাদ, গোরারোল-আজকার, শরহে-গজনবিয়া, শরহে-ইলইয়াছ ইত্যাদি কেতাবে লিখিত থাকিত যে, ফকিহগণ বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ বলিয়াছেন, যখন এই সমস্ত কেতাবে উহা লিখিত হয় নাই, তখন উহা কোন ফকিহ বিদ্বানের কথা নহে, উহা মোকাল্লেদ বিদ্বানের কথা হইবে, তাহাও অপরিচিত লোকের কথা, কাজেই এইরূপ কথা গ্রহণের অযোগ্য।

(২) আল্লামা এবনো-আবেদীন শামী রদ্দোল-মোহতারের ১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

وقد او ضحها المحقق بن كمال با شافى بعض رسائله فقال لابد للمفتى ان يعلم من يفتى بقوله ولا يكفيه معرفته باسمه و نسبه بل لابد من معرفة فى الرواية و درجته فى الدراية و طبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة فى استمييز بين القولين المتخالفين و قدرة كافية فى الترجيح من القولين المتعارضين

"মোহাক্কেক বেনে কামাল বাশা নিজের কোন কেতাবে লিখিয়াছেন, মুফতির পক্ষে কাহার কথা দ্বারা ফৎওয়া দিবেন তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক, কেবল তাহার নাম ও বংশ জানা যথেষ্ট হইবে না, বরং রেওয়াএত ও দেরায়েতে (এজতেহাদ শক্তিতে) তাঁহার দরজা ও ফকিহগণের তাবাকাতের মধ্যে তাঁহার তবকা কি তাহা জানা দরকার। ইহাতে বিপরীত বিপরীত দুইটি মতের মধ্যে প্রভেদ করার জ্ঞান ও বিরুদ্ধমুখী দুইটি মতের মধ্যে একটিকে তরজিহ দেওয়ার শক্তি হইবে।" এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহারা বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তাহারা কোন তবকার লোক ছিলেন? তাহারা কি ফকিহ ছিলেন? না মোকাল্লেদ? যতক্ষণ ইহা প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বাতীল

দাবি ও বাজে কথা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) জামেয়োর রমুজের প্রণেতার নাম কাহাস্তানি, তিনিই জামেয়োর-রমুজে উক্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহতাবী উহা নিজের মত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, উহা কাহাস্তানীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাজমায়োল আনহোর প্রণেতা কাহাস্তানীর অনুসরণ করিয়া উপরোক্ত মত লিখিয়াছেন।

জামেয়োর রমুজ প্রণেতা حاطب الیل নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রদ্দোল-মোহতার, ১/৫৪ পৃষ্ঠা,—

ولا یجوز الافتاء من الکتاب المختصر (الی) لعدم الا طلاع علی حال مؤلفیها .. (الی) شرح النقایة للقهستانی اولنقل الا قوال الضعیفة کا لقنیة للزا هدي فلا یجوز الافتاء من هذا الا اذا علم المنقول عنه و اخزه منه٥

উল্লিখিত এবারত হইতে বুঝা যায় যে, শরহে-নেকায়া (জামেয়োর-রমুজ) কেতাবখানা জইফ কেতাব, উহার রেওয়াএত কোন্ স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যতক্ষণ জানা না যায়, ততক্ষণ উহা দ্বারা ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না।

(৪) রদ্দোল-মোহতার, ১/৮১/৮২ পৃষ্ঠা,—

ফকিহ্গণের কয়েকটি তবকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম তবকার নাম মোজতাহেদ-ফিশ-শরিয়ত, ইহারা চারি এমাম ছিলেন।

দ্বিতীয় তবকার নাম মোজতাহেদ-ফিল-মাজাহেব, ইহারা এমাম আবু ইউছোফ, এমাম মোহাম্মদ ও এমাম আজমের অন্যান্য শিষ্যগণ।

তৃতীয় তবকার নাম মোজতাহেদ ফিল-মাছায়েল, যেরূপ খাছছাফ আবু জায়া'ফর তাহাবী, আবুল হাছান কারখি, শামছোল আএম্মায় হোলোওয়ানি, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল-ইছলাম বজদবী ফখরোদ্দীন কাজিখান প্রভৃতি, এই দল ওছুল ও ফরুয়াত কোন বিষয়ে

এমাম আজমের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু তাঁহারা এমামগণের নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন অনুসারে যে সমস্ত মছলার জওয়াব দেওয়া হয় নাই কেয়াছ করিয়া তৎসমুদ্বয়ের ব্যবস্থা প্রকাশ করেন।

চতুর্থ তবকার নাম আছহাবোত্তাখরিজ, যেরূপ এমাম রাজি প্রভৃতি, ইহারা মোকাল্লেদ ছিলেন, কোনপ্রকার এজতেহাদের ক্ষমতা রাখিতেন না, কিন্তু তাঁহারা ওছুলের পূর্ণ জ্ঞান রাখার জন্য ও মূল দলীল আয়ত্তাধীন করার জন্য এমাম আজম ছাহেব ও তাঁহার শিষ্যগণের উল্লিখিত অস্পষ্ট মর্ম্মের মছলাগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম তবকার নাম আছহাবোর-তরজিহ, ইহারা মোকাল্লেদ, যেরূপ আবুল হাছান কদুরী, হেদায়া প্রণেতা—তাঁহারা কতক রেওয়াএতকে কতক রেওয়াএতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, যেরূপ هذا اولى (ইহা সমধিক উত্তম) هذا اصح الى رواية (ইহা রেওয়াএতের হিসাবে সমধিক ছহিহ وهذا ارفق للناس (ইহা লোকদের জন্য সমধিক সহজ)।

৬ষ্ঠ, এরূপ মোকাল্লেদগণের তবকা—যাহারা কোন্‌টি সমধিক সবল, কোন্‌টি দুর্ব্বল, কোনটি জাহেরে-রেওয়াএত, কোনটি নাদের রেওয়াএত তাহা প্রভেদ করিতে জানেন, যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য মোতায়াক্কেরীণ 'মতন' লেখকগণ, যথা কাঞ্জ, মোখতার, বেকারা ও মজুম প্রণেতাগণ। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পরিত্যক্ত মত ও জইফ রেওয়াএত বর্ণনা করেন না।

সপ্তম, এরূপ মোকাল্লেদগণ—যাঁহারা ছহিহ ও জইফের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানেন না। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বড় মছজেদের রেওয়াএত এমাম আজম ও তাঁহার দুই শাগরেদ এমাম আবু ইউছফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ)-এর মত, তৃতীয় তবকার খাছছাফ, আবু জা'ফর তাহাবী, আবুল হাছান কারখি, শামছোল-আএম্মায় হোলওয়ানী, শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি, ফখরোল-ইছলাম বজদবি, কাজিখান প্রভৃতি কি বড় মছজেদের রেওয়াএতকে জইফ বলিয়াছেন? যদি বলিয়া থাকেন তবে কোন্ কেতাবে বলিয়াছেন? হেদায়া কেতাবে আছে, কারখি আমির ও কাজির রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন। একটি রেওয়াএত মনোনীত

স্থির করিলে, উহার বিপরীত মত জইফ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

ফেকহের কেতাবে অনেক মছলা আছে যাহাতে ফকিহগণের মতভেদ হইয়াছে। একদল একটি রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, অন্যদল তদ্বিপরীত রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহাতে দ্বিতীয় রেওয়াএতের জইফ হওয়া বুঝা যায় না।

চতুর্থ তবকার রাজি প্রভৃতি কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ স্থির করিয়াছেন? করিয়া থাকিলে কোন্ কেতাবে ইহা লিখিত আছে?

আবুল হাছান কদুরী ও হেদায়া প্রণেতা জহিরদ্দিন মোরগি নানী কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ স্থির করিয়াছেন? হেদায়াতে আছে, আবুল হাছান কারখি আমির ও কাজির রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ছালজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

তারাজেমে-হানাফিয়া, ৬৯ পৃষ্ঠা,—

محمد بن شجاع ابو عبد اللّٰه الثلجى تفقه على الحسن بن ابى مالك و الحسن بن زياد و برع فى العلم و كان فقيه العراق فى و قته و المقدم فى الفقه و الحديث مع و رع و عبادة مات فجاءة سنة ٢٦٧ سبع و ستين و مائتين ساجدا في صلوة العصر قال السمعانى كان فقيه العراق في وقته و اخذ عن الخمس ابن زياد الاؤ الاؤ. وفى سير النبلاء محمد بن شجاع الفقيه احد الاعلام البغدادى الحنفى و كان من بحور العلوم و فى كامل ابن الاثير كانا من اصحاب الحسن بن زياد صاحب ابي حنيفة و في طبقات القارى هو فقيه اهل العراق في و قته و المقدم فى الفقه و الحديث و قرأة القرأن مع ورع و عبادة ٥

"মোহাম্মদ বেনে শোজা।" আবু আবদুল্লাহ ছলজি, হাছান বেনে আবি মালেক ও হাছান বেনে-জিয়াদের নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন, এলমে

পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বসময়ে ইরাক দেশের ফকিহ, পরহেজগার ও তাপস হওয়া সত্ত্বেও ফেকহ ও হাদিছে অগ্রণী (এমাম) ছিলেন। তিনি ২৬৭ হিজরীতে হঠাৎ আহরের নামাজে ছেজদা অবস্থাতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। ছামরানি বলিয়াছেন, তিনি নিজের সময়ে ইরাক প্রদেশের ফকিহ ছিলেন, হাছান বেনে জিয়াদ লো'লো'র নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ছিয়ারোন্নাবালাতে আছে, মোহম্মদ বেনে শোজা' হানাফী, বাগদাদ অধিবাসী, ফকিহ ও প্রবীণ আলেমগণের অন্যতম ও বিদ্যার সাগর ছিলেন।

কামেল এবনোল-আছিরে আছে, তিনি আবু হানিফা (রঃ)র শাগরেদ হাছান বেনে-জিয়াদের শিষ্য ছিলেন। তাবাকোল-কারীতে আছে, তিনি নিজের সময়ে ইরাকবাসীদিগের ফকিহ, ফেকহ হাদিছ ও হাদিছে অগ্রণী (এমাম), পরহেজগার ও তাপস ছিলেন।

তাহতাবী, ১/৩৩৮/৩৩৯ পৃষ্ঠা,—

قال السد دابن شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الولو جية و هو صحيح و قال البلخى هذا احسن شئي سمعته ٥

"ছৈয়দ এবনো-শোজা' বলিয়াছেন, এই শহর সম্বন্দে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মদ্ধে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। ওয়াল-ওয়ালি-জিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত। বালাখি বলিয়াছেন, আমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত।"

তারাজেমে হানাফিয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা,—

ابو عبدالله الفقيه البلخى ولد سنة ١٩٢ اثنتن و تسعين او مائة و تفقه علي شداد بن حكيم ثما علي اي سلمان الجوز جانى و مات سنة ٢٧٨ ثمان و سبعين و مائتين ٥

"ফকিহ আবু আবদুল্লাহ বালাখি, ১৯২ হিজরীতে পয়দা হইয়াছিলেন। শাদ্দাদ বেনে হাকিমের নিকট তৎপরে আবু ছোলায়মান জওজজানির নিকট

ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন।"

তারাজেমে-হানাফিয়া, ৪০ পৃষ্ঠা,—

ظهر الدين الولواجي امام فاضل نظار كامل تفقه ببلغ علي ابي بكر القزار محمد بن علي و علي بن الحسن البرهان البليخى و كانت ولارته بولوالج سنة ٤٦٨ سبع و ستين و اربع مائة و مات هناك بعد اربعين و خمس مائة و له الفتماوى المعروفة با لولو اجيةo

"জহিরদ্দিন ওয়ালওয়ালেজি এমাম ফাজেল তর্কবাগীশ কামেল ছিলেন, বালাখে আবুবকর কাজ্জার মোহাম্মদ বেনে আলি ও আলি বেনে হাছান বোরহান বালাখির নিকট ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ওয়ালওয়ালেজ নামক স্থানে ৪৬৭ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় ৫৪০ হিজরীর পরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ফাতাওয়ায়-ওয়ালওয়ালেজিয়া প্রসিদ্ধ।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদিও কারখি আমির ও কাজির রেওয়াএতকে মনোনীত স্থির করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সমশ্রেণী (এক তবকাভুক্ত) ছলজি, বালাখি ও জহিরদ্দিন ওয়ালওয়ালেজি এই তিন ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতটি মনোনীত ও ছহিহ স্থির করিয়াছেন।

হেদায়া কেতাবে আমির ও কাজির রেওয়াএতটি জাহেরেওয়াএত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাহরোর-রায়েক, ২/১৪০ ও দোর্রোল-মোখতার ও শামী, ১/৭৪ পৃষ্ঠা,—

و عليه فتوى اكثرو الفقهاء مجتبى o

"মোজতবা কেতাবে আছে, বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।"

আরও তাহতাবী, ১/৪৩৭ পৃষ্ঠা,—

فيه انهم نصوا على ان مابه الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهرا الرواية٥

"ওহাতে আছে, নিশ্চয় ফকিহগণ বলিয়াছেন, যে রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া হইয়াছে, উহা অন্য রেওয়াএতের অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে—যদিও অন্য রেওয়াএত জাহেরে-রেওয়াএত হয়।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আমির ও কাজীর রেওয়াতে জাহেরে-রেওয়াএত হইলেও যখন অধিকাংশ ফকিহ্ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন এই রেওয়াএত অগ্রগণ্য ও গ্রহণযোগ্য হইবে।

এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, উহা এই যে দোর্রোল-মোখ্‌তারের টীকা তাহতাবীতে লিখিত হইয়াছে যে, কাহাস্তানি বলিয়াছেন যে, সূক্ষ্মতত্ত্ববিদগণের মতে বড় মছজেদের রেওয়াএত ছহিহ নহে, কিন্তু তিনিই লিখিয়াছেন যে, ছলজি, বালাখী ও ওয়ালওয়ালেজি এই ফকিহত্রয় বড় মছজেদের রেওয়াএতকে ছহিহ ও সর্বোত্তম মত বলিয়াছেন, কাজেই তাহতাবীর মতে কাহাস্তানির মত ছহিহ নহে, কাহাস্তানি ছয় তবকার মধ্যে কোন তবকাভুক্ত নহেন, বরং একজন জইফ মত প্রচারকারী মোকাল্লেদ ব্যক্তি।

এক্ষণে আসুন, ৬ষষ্ঠ তবকার আলেমগণের মধ্যে কি কেহ বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ বলিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা হউক।

শামী, ১/৭৪৭ পৃষ্ঠা,—

و عليه مشى فى الوقايه و متن المختار و شرحه و قدمه فى متن الدرر اعلي القول الاخر و ظاهره ترجيحه وايده صدر الشريعة بقول لظهور التوانى فى احكام الشرع سبعافي اقامد الحدود فى الامصاو٥

"বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর বেকায়া লেখক বলিয়াছেন, মোখতারের মতন ও উহার টিকাতে এই মত গৃহীত হইয়াছে। দোরারের মতনে এই মতটি অন্য মতের পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি এই মতটি প্রবল স্থির করিয়াছেন। ছদরোশ-শারিয়া শরিয়তের আহকামে বিশেষতঃ শহরসমূহে হদ সকল জারি করিতে শিথিলতা প্রকাশ হওয়ায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।"

তাহতাবী, ১/৩৩৯ পৃষ্ঠা,—

و اعتمده بر هان الشريعة نهر○

"নহরোল ফায়েকে আছে, বোরহানোশ-শরিয়াহ এই মতটি বিশ্বাসযোগ্য স্থির করিয়াছেন।"

এই তবকার ফকিহগণ জইফ মত উল্লেখ করেন না, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, বড় মজজেদের রেওয়াএত এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মত। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার কোন ফকিহ উহা জইফ বলেন নাই। সপ্তম তবকার লোক ফকিহ নহেন, ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন, এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবরাহিম হালাবী, তাহতাবী, মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা ও কাহাস্তানী। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য প্রথম হইতে ষষ্ঠ তবকার ফকিহগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ত্যাগ করতঃ সপ্তম তবকার আলেমগণের কথা মান্য করা জায়েজ হইবে কি?

যদি জুমা বিরোধি দল ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে, ছয় তবকার ফকিহগণ বড় মছজেদের রেওয়াতে জইফ স্থির করিয়াছেন তবে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

আর যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, ছয় তবকার ফকিহ ও অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত সপ্তম তবকার আলেমদের কথা মান্য করা জায়েজ হইবে, তবে আরও ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

বাহরোর-রায়েক, ২/১৪০ পৃষ্ঠা,—

وفى حد المصر اقوال كثيره مختار و امنها قولين ادهما مافى المختصر ثا نيهما ما عزره لا بى حنيفة انه بلدة كبيرة فها سكك و اسواق و لها و ساتيق و فيها و ال يقدر على انصاف ...... من الظالم بحشمه و علمة او علم غيره و الناس ير جعون اليه فى حوادث و قال فى البدارئع و هوالا صع و تبعه الشارح و ہوا خص ممافى المختصر و فى المجنبى ن و عيوس ابى يوسوف انما اذا اجتمعوافى اكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم و عليه فتوى اكثر الفقهاء و قل ابو شباع هذا احسن ما قيل فيه و فى الو لو الجية ہو الصحيح○

"শহরের ব্যাখাতে বহু মত আছে, বিদ্বানগণ তন্মধ্যে দুইটি মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমটি যাহা মোখতাছার কেতাবে আছে। (অর্থাৎ আমির ও কাজির রেওয়াএত) দ্বিতীয়টি যাহা আবু হানিফার দিকে নেছবত করিয়াছেন, উহা এই—একটি বড়শহর যাহাতে গলি ও বাজার সকল ও গ্রাম সকল থাকে, তথায় একজন শাসনকর্ত্তা থাকেন যিনি নিজের দ্বারা ও নিজের এলম কিম্বা অন্যের এলম দ্বারা অত্যাচারির নিকট প্রপীড়িতদের দাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন এবং উপস্থিত ঘটনাবলীতে লোকেরা তাহার নিকট রুজু করিতে পারে। বাদায়ে কেতাবে আছে, ইহা সমধিক ছহিহ মত। টীকাকার এই মতের অনুসরণ করিয়াছেন। মোজতবা কেতাবে আছে, আবু ইউছোফ হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, শহর উক্ত স্থানকে বলা হয়, যে স্থানের অধিবাসীগণ যদি তাহাদের পাঞ্জগানা মছজেদের বড়টিতে সমবেত হয়েন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়। ইহার উপর অধিক ফকিহ বিদ্বানের ফৎওয়া হইয়াছে। আবু শোজা বলিয়াছেন শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। ওয়াল ওয়ালজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত।" এস্থলে দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম এবনো নজিম মিছরি আমির ও কাজির রেওয়াএতটি মনোনীত বলিয়াছেন। এমাম আবু হানিফার মত বলিয়া অভিহিত

রেওয়াএতটি মনোনীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাদায়ে' প্রণেতা এই মতটি সমধিক ছহিহ বলিয়াছেন। আর বড় মছজেদের রেওয়াএতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য মত ও ছহিহ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শামী, ১/৫৪ পৃষ্ঠা,—

فلفظ الفتوى اكد من لفظ الصحيح و الا صح و الاشبه و غيرها لفظ الفتوي اكد و ابلغ من لفظ المختار٥

আরও ৬৬ পৃষ্ঠা,—

هذا محمول على اذا لم يكن لفظ التصحيح فى احد هما أكد كس الاخير كما افاده اي فلا يخير بل يتبع الا كد٥

এই হিসাবে বড় মছজেদের রেওয়াএত অগ্রগণ্য হওয়া প্রমাণিত হইল।

মারাকিল ফালাহের ২৯৭ পৃষ্ঠায় যে আমির ও কাজির রেওয়াএতটি সমধিক ছহিহ, বিশ্বাসযোগ্য ও জাহেরে-রেওয়াএত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা হইবে, যে স্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকেন, কেননা আমির ও কাজী মুছলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন, যে স্থলে মুছলমান বাদশাহ না থাকেন, তথায় আহকাম ও হদ জারিকারি আমির ও কাজির আবশ্যক হইবে না।

উহার টীকা তাহতাবীর ১৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

السلطان اما فيها او نائبه يعني من امره باقامة الجمعة و هوا الامير او القاضى او الخلفاء كما فى العناية و اذا لم يمكن استئذان السلطان لموى و فمتنته و اجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز لصرورة كما فعل على فى محاضرة عثمان رضى الله عنها ٥

"জুমাতে বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েবের উপস্থিতি শর্ত্ত, নায়েবের অর্থ বাদশাহ—যাঁহার উপর জুমা কায়েম হওয়ার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই নায়েব-আমির, কাজি কিম্বা খলিফাগণ হইবেন। ইহা এনায়া কেতাবে আছে। আর যদি বাদশার মৃত্যুর কিম্বা রাজ্য বিপ্লবের জন্য তাঁহার অনুমতি গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং লোকেরা এক ব্যক্তির নিকট সমবেত হয় এবং তিনি তাহাদের জুমার এমাম হন, তবে জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে ; যেরূপ (হজরত) ওছমান (রাঃ)র অবরুদ্ধ হওয়াকালে (হজরত) আলি (রাঃ) করিয়াছেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

وفى مفتاح السعادت عن مجمع المتاوى غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين اقامة اجمع و الا عياد و يكون القاضى قاضيا بتراضى المسلمين و يجب عليهم ان يلتمسوا و اليا مسلما ٥

"মেফতাহোছ-ছায়াদাত কেতাবে 'মাজমায়োল ফাতাওয়া' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, মুছলমানগণের উপর কাফের শাসনকর্ত্তা পরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষেত্রে মুছলমানগণের পক্ষে জুমা ও দুই ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে। মুছলমানগণের সম্মতিতে কাজী নির্ব্বাচিত হইবেন এবং তাহাদের উপর একজন মুছলমান শাসনকর্ত্তা আবেদন করা ওয়াজেব হইবে।"

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মুছলমান বাদশাহ হইলে, জুমার জন্য আমির ও কাজি আবশ্যক, আর কাফের বাদশাহ হইলে, হদ জারিকারী আমিরের আবশ্যক নাই, কিম্বা বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কাজীর দরকার নাই। মুছলমানগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কাজী হইলেই যথেষ্ট হইবে। অবশ্য মুছলমান শাসনকর্ত্তা তলব করা ওয়াজেব, যদি মঞ্জুর না হয়, তবে জুমা ও ঈদের কোন ক্ষতি হইবে না।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

صرح العلامة ابن جرباش فى التحفة فى تعداد الجمعة بان السلطان او نائبه انما هو شرط عند بناء المسجد ثم بعد فى

المسجد فلم اقامتها بنفسه وبنائبه و ان الاذن مستحضحب لكل خطيب ٥

"আল্লামা এবনো-জেরবাশ তোহফা-ফি-তা'দাদেল-জুমা কেতাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নায়েব মছজেদ প্রস্তুত করা কালে শর্ত্ত, তৎপরে প্রত্যেক খতিবের জন্য অনুমতি শর্ত্ত নহে। তৎপরে যদি মোতাওয়াল্লী মছজেদের খতিব নির্ব্বাচন করেন, তবে সেই খতিব নিজে কিম্বা তাহার নায়েব কর্ত্তৃক জুমা কায়েম করিতে পারেন। প্রত্যেক খতিবের জন্য অনুমতি বাকী থাকিবে।"

উক্ত এবারতে বুঝা যায়, যে সাবেক কাল হইতে মুছলমান বাদশাহ কিম্বা তাঁহার নিয়োজিত নওয়াব ছাহেবগণের অনুমতিতে যে মছজেদগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণস্বরূপ অনেক নিষ্কর জাএদাদ এখনও বর্ত্তমান আছে, ঐ সমস্ত মছজেদে জুমা অবাধে জায়েজ হইবে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,—

وفی مجمع الانهر والا ستخلاف فی زماننا جائز مطلقا لانه و قع فی تاريخ خمس و اربعين و تسعمائة اذن الامام و عليه الفتوي ٥

"মজমায়োল আনহোরে আছে, আমাদের জামানাতে প্রত্যেক অবস্থাতে খলিফা (নায়েব) স্থির করা জায়েজ, কেননা ৯৪৫ হিজরীতে এমামের (খতিবের) অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান জামানাতে এমাম ও খতিবের জন্য বাদশাহ ও তাঁহার নায়েবের অনুমতি দরকার নাই।

উক্ত কেতাবে, ২৯৭ পৃষ্ঠা,—

وفی الحموی و اعلم ان بعض الموالی زعم عدم صحة الجمعة الان معلا بفقد بعض شرائط الاداء و هو المصر فانها

عبارة عن كل بلدة فيها و ال و قاض ينفذ ان الا حكام و يقيمان الحدرد و هما مفقو دان فلا تصح الجمعة و تتعبن صلوة الظهر و قد تبعه على ذلك كثير من الرحام و ماقا له هذا البعض ضلال فى الدين فان تنفيذ الاحكام و يقيمان الحدود و هما مفقو دان فلا تصح الجمعة و تتعبن صلوة الظهر و قد تبعه على ذلك كثير من الاووام و ماقاله هذا البعض ضلال فى الدين فان تنفيذ الا حكام و اقامته الحدو و موجودان في الجملة و الاولى مافي العلامته نوح فتامل ○

"হামাবীতে আছে, তুমি জানিয়া রাখ, কতক আজামি লোক ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে জুমা ছহিহ নহে, যেহেতু উহার কোন শর্ত্ত পাওয়া যায় না, উহা শহর হওয়ার শর্ত্ত, কেননা উহা উক্ত নগরকে বলা হয় যাহাতে একজন হাকেম ও একজন কাজী থাকেন, যাহারা (শরীয়তের) আহকাম জারি করেন এবং হদ সকল কায়েম করেন (বর্ত্তমানে) উক্ত আমির ও কাজীর অভাব হইয়াছে। এজন্য জুমা ছহিহ হইবে না এবং জোহরের নামাজ নির্দ্ধারিত হইবে। অনেক অরণ্যবাসী লোক উপরোক্ত মতে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। এই বাজে লোকের মতটি দীন সম্বন্ধে গোমরাহি, কেননা আংশিকভাবে আহকামজারি করা ও হদ কায়েম করা পাওয়া যাইতেছে। আল্লামা নুহের কেতাবে যাহা আছে, তাহাই সমধিক উৎকৃষ্ট জওয়াব।

উক্ত পৃষ্ঠা,—

قال العلامته نوح دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط فى تحقق المصرية بل الشرط في تحققها القدرة علي الدفع و مما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل ان جماعته من صحابة صلوها خلف الحجاج وہوا اظلم خلق الله تعالىٰ ○

"আল্লামা নুহ বলিয়াছেন, শহর প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য প্রপীড়িত দিগের হইতে অত্যাচার নিবারণ করা শর্ত্ত নহে, বরং (অত্যাচার) নিবারণ করা

শর্ত্ত না হওয়ার দলীল এই যে, একদল ছাহাবা হাজ্জাজের পশ্চাতে উক্ত জুমা পড়িয়াছিলেন, সেত আল্লাহ তায়ালার বান্দাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অত্যাচারী ছিল।"

জুম্মা বিরোধীদল বলেন, এদেশে হদ জারি হয় না, এই জন্য জুমা জায়েজ হয় না, উপরোক্ত কথাতে তাঁহাদের দাবির অসারতা প্রমাণিত হইতেছে।

দোর্রোল মোখতারের টীকা তাহতাবীর একস্থানে লিখিত আছে,—

وهو ظاهر المذهب كمافي الهداية و اختاره الكرخى و القدورى وفي العناية هو ظاهر الرواية و عليه اكثر افقها ٥

আমির ও কাজীর রেওয়াএত জাহের রেওয়াএত, যেরূপ হেদায়াতে আছে। কারখি ও কুদুরি উহা মনোনীত করিয়াছেন। এনায়াতে আছে, উহা জাহেরে রেওয়াএত, ইহার উপর অধিকাংশ ফকিহ আছেন। এই স্থলে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক ঃ—

(১) হেদায়া ও এনায়াতে আমির ও কাজীর রেওয়াএতটি জাহেরে রেওয়াএত বলা হইয়াছে, কিন্তু নিজে তাহতাবী দোর্রোল-মোখতারের টীকার ১/৪৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فيه انهم نصوا على ان مابه الفتوى مقدم على غيره ولو ظاهر الرواية ٥

নিশ্চয় ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, যে মতের উপর ফৎওয়া হয়, উহা অন্য অপেক্ষা যদিও উহা জাহেরে রেওয়াএত হয় অগ্রগণ্য হইবে।"

যখন বড় মসজেদের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন, তখন উহা জাহেরে রেওয়াএত অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে।

(২) তিনি লিখিয়াছেন, কারখি ও কুদুরী ইহা মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, ছলজি, বালাখি ও জহিরদ্দিন ওয়াল-ওয়ালেজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন, ইহারা তিনজন কারখির তুল্য ছিলেন ও কুদুরী অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।

কাজেই বড় মছজেদের রেওয়াএত কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং সমধিক প্রবল হওয়া প্রতিপন্ন হইল।

(৩) এব্রাহিম হালাবী বলিয়াছেন, আমির ও কাজীর রেওয়াতে হেদায়া প্রণেতার মনোনীত মত, ইহাও বাতীল দাবী হওয়া প্রমাণিত হইল, যদি ইহা তাঁহার মনোনীত মত হওয়া সত্য হইত, তবে তাহতাবী তাহা লিখিলেন কেন? বরং হেদায়া প্রণেতার নিয়ম এই যে, তিনি তাঁহার মনোনীত মতটি শেষ উল্লেখ করিয়া থাকেন, এই হিসাবে বড় মছজেদের রেওয়াএতটি তাঁহার মনোনীত মত হওয়া প্রমাণিত হয়।

(৪) এনায়া কেতাবে আছে যে, আমির ও কাজীর রেওয়াএত অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের মত, ইহা সত্যমত নহে, কারণ বাহরোর রায়েকের ২/১৪০ পৃষ্ঠায়, দোররোল মোখতারে এবং শরহে মোলতাকাল আবহোরের ১/১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و عليه فتوي اكثر الفقهاء كمافى المجتبى ٥

"বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন, যেরূপ মোজতবা কেতাবে আছে।"

এইরূপ তনবিরোল আবছার, জামেয়োর রমুজ কাফি, নহরোল ফায়েক, রমুজে গোরারোল-আহকাম, দোর্রোলহেকাম, মেনহাজোল গাফ্যার, ওমদা-তোরা রেয়ায়া ও হাশিয়ায় আবু ছউদে আছে যে, অধিকাংশ ফকিহ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। যখন এতগুলি কেতাবে উহা লিখিত হইয়াছে, তখন একা এনায়ার দাবি সত্য হইবে কিরূপ? যদি অধিকাংশ ফকিহ আমির ওকাজীর রেওয়াতের উপর আমল করিতেন, তবে অধিকাংশ ফকিহ উহার বিপরীতে বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিলেন কিরূপে?

৫। যদি তাহতাবীর মতে আমির ওকাজীর রেওয়াএত অধিকাংশ ফকিহর গৃহীত মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে উহা ঐ স্থলের ব্যবস্থা হইবে যে স্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকেন, আর যেস্থানে কাফের

রাজা থাকে, তথায় এই ব্যবস্থা হইবে না।

তাহতাবী, ১। ৩৩৯ পৃষ্ঠা :—

قال فى مجمع الفتاوى غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة والا عياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين و يجب عليهم ان يلتمسرا واليا مسلما له من مفتاح السعادة علاء الدين وفي كفاية المبتدين وهداية الاميين سئل الامام علاء الدين و نجم الدين الزاهدي فى مسلم نصبه امير الكفار واليافى الديار هل يصير و اليافي اقامة الجمعة و الاعياد فكتبا يصير و اليافى اقامة الجمعة و الاعياد ٥

"মাজমায়োল ফতোয়াতে আছে, মুছলমানদিগের উপর কাফের শাসন কর্ত্তা পরাক্রান্ত হইয়াছে, মুছলমানদিগের জুমা ও দুই ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে, মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী স্থিরীকৃত হইবেন এবং তাহাদের উপর একজন মছলমান শাসনকর্ত্তা তলব করা ওয়াজেব হইবে ইহা মেফতাহোছ ছায়াদাত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

কেফায়াতোল-মোবতাদিন ও হেদায়াতোল-উম্মিয়িন কেতাবে আছে, এমাম আলাউদ্দিন ও নজমদ্দিন জাহেদী একজন মুছলমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, কাফের আমির তাহাকে রাজ্যের মধ্যে শাসন কর্ত্তা নিয়োজিত করিয়াছেন, তিনি কি জুমা ও ঈদ কায়েম করিতে ওয়ালী (আমির) হইবেন? তদুত্তরে তাঁহারা উভয়ে লিখিয়াছেন, তিনি জুমা ও ঈদ কায়েম করিতে আমির হইবেন।

মোলতাকাল-আবহোর ও উহার টীকা :—

এক্ষণে মাজমায়োল-আনহোরের আলোচনা করা হউক।

প্রথমে আমি ও কাজীর রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ছারাখছির বর্ণনা অনুসারে ইহা জাহেরে-রেওয়াএত ও কারখি এবং কুদুরীর মনোনীত মত। তৎপরে লিখিত হইয়াছে।

○ (قيل) مالوا جتمع اهله فى اكبر مساجده لا يسعهم) ○

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, শহর ঐস্থানকে বলা হয় যে, যদি তথাকার অধিবাসিগণ তাহাদের বড় মছজেদে সমবেত হন, তবে উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না হয়।"

ইহার পরে টীকাকার লিখিয়াছেন ঃ—

(قيل) قائله صاحب الوقاية و صدر الشريعة و غير هما هذا رواية اخري عن ابى يوسف وهو اختيار الثلجى و انما او رد بصيعة التمريض لا نهم قالوا ان هذا الحد غير صحيح عند المحتقين مع ان الاول لايكون ملا يما بشرط وجود السلطان و نائبه○

"বড় মছজেদের সমর্থনকারী বেকায়া লেখক, ছদরোশ-শরিয়া প্রভৃতি। নেকায়া, মোখতার ও উহার টীকাকার) ইহা আবু ইউছোফের দ্বিতীয় রেওয়াএত, ইহা ছলজীর মনোনীত মত। (কথিত হইয়াছে) ইহা দুর্ব্বলতা সূচক শব্দ এই হেতু ব্যবহার করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছেন, সত্যই এই ব্যাখ্যাটি সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণের নিকট ছহিহ নহে, ইহা সত্ত্বেও প্রথম ব্যাখ্যাটি বাদশাহ ও তাঁহার নাএব এই শর্ত্তের সহিত খাপ খায় না।"

আমাদের উত্তর।

শামি,—

মোহাক্কেক এবনো শেরবাশ বলিয়াছেন,—

السادسة طبقته المقلدين القادرين علي التميرز بين الاقوى والقوى الضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة كاصحاب المتون المعتبرة من المتاخرين مثل صاحب الكنز و

صاحب المختار و صاحب الوقاية و صاحب المجموع و شانهم ان لا ينقلوا الاقوال المردودة والروايات الضعيفة والسابعته طبقته المقلدين الذين لا يقدرون على ماذكر يفرقون بين الغث و السمين○

৬ষ্ঠ মোকাল্লেদগণের ত বকা, তাঁহারা সমধিক সবল, সবল ও দুর্ব্বল রেওয়াএত, জাহের রেওয়াএত ও নাদের রেওয়াএতের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম হয়েন যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য পরবর্ত্তি জামানার মতন লেখকগণ, যথা কাঞ্জলেখক, মোখতার প্রণেতা, বেকায়া প্রণেতা ও মজমু প্রণেতা, ইহাদের বিশেষত্ব এইযে তাঁহারা পরিত্যক্ত ও জইফ রেওয়াএতগুলি বর্ণনা করেন না।

সপ্তম মোকাল্লেদগণের শ্রেণী, ইহারা উক্ত বিষয়গুলি করিতে সক্ষম নহেন, এবং তাঁহারা ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে পারে না।

বেকায়া মোখতার প্রণেতাগণ, বড় মছজেদের রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন কাজেই উহা জইফ হইতে পারে না। আর আমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, উহা এমাম আজম ওতাহার দুই শগরেদের মত, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার ফকিহগণ উহা জইফ বলেন নাই, আর যে দুই একজন উহা জইফ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, তাহারা সপ্তম শ্রেণীর মোকাল্লেদ তাহাদের ছহিহ ও জইফ মতের মধ্যে প্রভেদ করার শক্তি নাই, মাজমায়োল আনহোরের টীকাকার এই শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহার কথা একেবারে গ্রহণের অযোগ্য।

২। তাহতাবী দোর্রোল মোখতারের টীকাতে জইফ মত প্রচারকারী কাহাস্তানীর উক্ত ভ্রমসঙ্কুল মত উদ্ধৃত করিয়াছে, কিন্তু তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ তবকার ছলজি, বালাখি ও ওয়াল-ওয়ালজির মত উল্লেখ করিয়া উহার অসারতা প্রকাশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মাজমায়োল আনহোর প্রণেতা। কাহাস্তানির বাতীল মতের উপর নির্ভর করতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তবকার অর্থাৎ অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া গ্রাহ্য মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, এইহেতু তিনি قيل ('কেহ কেহ বলিয়াছেন') এই শব্দটি দুর্ব্বল মত মূলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষৌবী ছাহেব শরহে বেকায়ার ভুমিকার

১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কখন قالوا (তাঁহারা বলিয়াছেন) ইহাও উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দোর্রোল-মোখতার ঃ—

قيل نعم فيد مى

"যদি কেহ তওয়াফের নামাজ ত্যাগ করতঃ হারাম শরিফের মধ্যে নামাজ না পড়ে, তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, হ্যাঁ, কোরবাণি দিতে হইবে।"

এস্থলে তাহতাবিতে লিখিত আছে,—

قيل نعم ليس مراده التضعيف

এস্থলে قيل শব্দে জইফ হওয়া উদ্দেশ্য নহে।

তাওয়ালেয়োল-আনওয়ারে আছে,—

قيل نعم ليس هذا للتمريض

কেহ কেহ বলিয়াছেন, হাঁ, এই قيل শব্দ জইফ মত প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে নহে।

রদ্দোল-মোহতার ও তাহতাবীতে আছে,—

فتعبرى لمؤلف بقيل ليس بلازم الضعيف

"গ্রন্থকার যে শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে জইফ মত লাজেম হয় না।"

ইহাতে কাহাস্তানী ও মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা قالو শব্দ বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও জইফ মত হওয়া প্রমাণিত হয়।

উক্ত ভূমিকা, ১৭ পৃষ্ঠা,—

من ثم قال الشرنبلا لى فى رسالته صيغه قيل ليس كل ما دخلت عليه يكون ضعيفا٥

এই হেতু শারাম্বালালী নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন, শব্দে প্রত্যেক স্থলে জইফ মত হওয়া বুঝা যায় না।

(৩) আল্লামা শামী 'রদ্দোল-মোহতার' কেতাবে বড় মছজেদের রেওয়াএতটি ছহিহ ও সর্ব্বোত্তম হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপ নহরোল-ফায়েক, তনবিরোল-আবছার, দোরারোল-হেকাম, দোর্রোল-মোখতারের টিকা তাহতাবী, তনবিরোল-আবছারের টিকা মানহোল-গাফফার, গোরারোল আহকাম, তাওয়ালেয়োল-আনওয়ার, কাশফোর-রমুজ, গুনইয়া-তাবিলোল-আহকাম-ফাৎ-হোল্লাহেল-মইন, মেনহাজোছ-ছাকিন, ওমদাতোর-রেয়ায়া, মব-ছুতে-ছারাখছি, খাজানাতোর-রেওয়াইএত, মোকাদ্দমায়-গজনবি, মেফতাহোছ-ছায়াদাহ, এতাবি, মোখতারের টিকা এখতিয়ার, বায়ানোর-রেওয়াইয়াহ দেহায়ার টিকা বেনায়া, মোছতাখলাছোল-হাকায়েক, ছদরে-শহিদের শরহে-জামে' ছগির ইত্যাদিতে বড় মছজেদের রেওয়াএতটি ছহিহ ও সর্ব্বোত্তম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কেবল মাজমায়োল-আনহোরের মতে উহা জইফ মত হইতে পারে না।

যদি উহা জইফ মত হইত, তবে অধিকাংশ ফকিহ উহার উপর ফৎওয়া দিলেন কেন?

(৪) যদি মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতার কথা গ্রহণীয় হয়, তবে তিনি বলিয়াছেন, জুমার ছয়টি পৃথক পৃথক শর্ত্ত, প্রথম শর্ত্ত শহর, দ্বিতীয় শর্ত্ত বাদশাহ কিম্বা তাহার নায়েবের (অর্থাৎ আমির কিম্বা কাজির) উপস্থিতি শর্ত্ত, আবার শহরের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, তথায় আমির ও কাজির উপস্থিতি আবশ্যক, ইহাতে উভয় শর্ত্ত একশর্ত্তে পরিণত হইয়া যায়। যদি প্রকৃতপক্ষে শর্ত্ত দুইটি পৃথক পৃথক হয়, তবে শহরের এইরূপ ব্যাখ্যা ঠিক হইতে পারে না।

আরও মাজমায়োল-আনহোর, ১৬৫ পৃষ্ঠা,—

قول علي رضی الله عنه لا جمعه و لا تشريق و لا صلوة فطر و لا اضحي الافی مصر جامع کمافی اکثر الکتب لکن

هذا مشكل جدا لان الشرط الذى هو فرض لا يثبت الا بقطعي كمافى شرح التنوير ٥

"শহর শর্ত্ত হওয়ার দলীল হজরত আলি (রাঃ)র কওল, তিনি বলিয়াছেন, জুমা, তশরিক, ইদোল-ফেৎর ও বকরাইদ জামে শহর ব্যতীত জায়েজ হইবে না। যেরূপ অধিকাংশ কেতাবগুলিতে আছে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কঠিন ব্যাপার কেননা যে শর্ত্ত ফরজ হয়, উহা অকাট্য দলীল ব্যতীত সপ্রমাণ হইতে পারে না, যেরূপ শরহোত্তনবির কেতাবে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতার মূল শহর শর্ত্তকে অস্বীকার করিয়াছেন, জুমার বিরোধিগণ ইহা মানিবেন কি?

যদি না মানেন, তবে আমরা তাঁহার বাতীল মত গ্রহণ করিব কেন?

এক্ষণে আসুন, আলমগিরি ও কাজিখানের আলোচনা করা যাউক,— উভয়ে কেবল আমির ও কাজির রেওয়াএতটি লেখা হইয়াছে। ইহাতে কি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ হওয়া প্রমাণিত হয় না?

আমরা বলি, মাজমায়োল-বাহরাএন, তনবিরোল-আবছারের মতন, মোখতারের মতন, বেকায়ার মতন ও নেকায়াতে কেবল বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। আমির ও কাজির রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই।

কাঞ্জ, নুরোল-ইজাহ ও তোহফাতোল-মুলুকে কেবল আমির ও কাজির রেওয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত হয় নাই। কোন কোন মতনে উভয় রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে।

গোরারোল-আহকাম,—

شرط صحتها المصر و هوما لا يسع اكبر مساجده اهله او ماله مفت و امير و قاض ينفذ الا حكام و يقيم الحدور ٥

এস্থলে আল্লামা শারাম্বালালী গুনইয়া জাবিলোল-আহকামে লিখিয়াছেন, ظاہر كلام المصنف استواء القولين في تعريف المصر

গ্রন্থকারের কথার স্পষ্ট মর্ম্মে বুঝা যায় যে, শহরের ব্যাখ্যাতে উভয় মত তুল্য (অর্থাৎ উভয় মত ছহিহ)।"

কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রথম উল্লেখ করায় উহার তরজিহ বুঝা যায়, যথা—আল্লামা শামী লিখিয়াছেন,—

و قلمه فی متن الدر ر علی القول الاخر و ظاهره تر جیحه

"দোরারের মতনে বড় মছজেদের রেওয়াএতটি অন্য রেওয়াএতের (আমির ও কাজীর রেওয়াএতের) অগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট মর্ম্মে উহার তরজিহ বুঝা যায়।"

কোন কোন কেতাবে আমির ও কাজির রেওয়াএত অগ্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ হওয়া বুঝা যায় না।

যদি আলমগীরি ও কাজিখানে বড় মছজেদের রেওয়াএত উল্লিখিত না হওয়ায় উহা জইফ হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমির ও কাজীর রেওয়াএত তনবিরোল-আবছার, মোখতার, বেকায়া ও নেকায়া ইত্যাদিতে উল্লিখিত না হওয়ায় উহা জইফ হওয়া প্রমাণিত হইবে।

(১) আলমগিরির ১/১৫৩ পৃষ্ঠায় ও কাজিখানের ১৮৩ পৃষ্ঠায় যে, জাহেরে-রেওয়াএতের উপর আমল করিতে বলা হইয়াছে, ইহা উক্ত স্থলের ব্যবস্থা যেস্থলে মুছলমান বাদশাহ থাকে। আর মুছলমান বাদশাহ না থাকিলে, আমির ও কাজীর আবশ্যক হইবে না।

আলমীরি, ১/১৫৫ পৃষ্ঠা,—

بلاد علیها و لاة کفار یجوز للمسلمین اقامة الجمعة
والاعیاد و یقیم القاضی قاضیابتراضی المسلمین ویجیب
علیهم ان یلتمسوا و الیا مسلما کذا فی معراج الدرایة○

যে দেশগুলিতে কাফের রাজা থাকে, তথায় মুছলমানদিগের জন্য

জুমা ও ঈদ সকল কায়েম করা জায়েজ হইবে, মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী নির্ব্বাচিত হইবে এবং তাহাদের পক্ষে একজন মুছলমান আমিরের দরখস্ত করা ওয়াজেব, এইরূপ মে' রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে।

কাজিখান, ১/৮৪ পৃষ্ঠা,—

و ان لـم يـكن ثمه قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جا ز للضرورة ٥

"যদি তথায় কাজী ও মৃত বাদশার খলিফা না থাকে, এই হেতু সাধারণ লোকেরা একজন লোককে এমাম স্থির করিতে একমত হয়, তবে জরুরতের জন্য জায়েজ হইবে।"

এক্ষণে জামেয়োর-রমুজের আলোচনা করা যাউক, উহার ২৪৫ পৃষ্ঠায় আছে,—

ثـم اشـار الى ان مـاعـليـه اكثر الفقهاء من معنى المصر الشـرعـى هـومـا لا يـسـع اكبـر مسـاجده اهله المكلفين بها و هو مصر الا ان انهم قالوا هذا الحد غير صحيح عند المحقيقين ٥

"তৎপরে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, শহরে শর।য়র অর্থ সম্বন্ধে অধিকাংশ ফকিহ যে মতের উপর ছিলেন উহা এই, যে স্থানের জুমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসীগণের স্থান তথাকার সর্ব্বপ্রধান মসজেদ সঙ্কুলান না হয়, উহাই শহর, কিন্তু নিশ্চয় তাহারা বলিয়াছেন, সত্যই এই ব্যাখ্যা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণের নিকট ছহিহ নহে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, قالوا এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কাহারা? যখন অধিকাংশ ফকিহ শহরের উক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা উক্ত ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন না, যদি উহার কর্ত্তা অল্প সংখ্যক ফকিহ হন, তবে বলি, ছয় তবকার ফকিহগণের মধ্যে কোন কোন ফকিহ উহা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ যতক্ষণ ইহা সপ্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ ইহা বাতীল দাবী বলিয়া গণ্য হইবে।

এমাম আজম ও তাঁহার দুই শিষ্য যখন বড় মছজেদের রেওয়াএত প্রকাশ করিয়াছেন, তখন পরবর্ত্তী কোন তবকার ফকিহ্ উহা জইফ ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, অবশ্য তাঁহার কোন রেওয়াএতকে মনোনীত স্থির করিতে পারেন। ইহাতে বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ হইতে পারে না। আরও অধিকাংশ ফকিহ্ বড় মছজেদের রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

আর যখন অধিকাংশ ফকিহ্ বড় মছজেদের রেওয়াএতটি ফৎওয়া গ্রাহ্য ও মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তখন ইহাই **একমাত্র গ্রহণীয়** হইবে।

রদ্দোল মোহ্তার, ১/৬৭ পৃষ্ঠা,—

"এইরূপ যদি দুই রেওয়াএতের মধ্যে একটি অধিকাংশের মত হয়, (তবে তাহাই অগ্রগণ্য হইবে), যেরূপ ইতিপূর্ব্বে আমি হাবি হইতে উল্লেখ করিয়াছি।"

আর যদি قالوا শব্দের (فعل) সপ্তম তবাকার মোকাল্লেদ হন, তবে ফকিহগণের মতের বিপরীত এইরূপ লোকের মত কিছুতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। ইহারা তছহিহ্ ও জইফ মতের মধ্যে প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন, কাজেই তাহাদের কথা অগ্রাহ্য।

ফকিহগণ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ নামে অভিহিত হওয়ার একমাত্র যোগ্যপত্র, ইহাদের অধিকাংশ বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, এবং অল্পসংখ্যক আমির ও কাজির রেওয়াএত মনোনীত স্থির করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফকিহ্ ত বড় মছজেদের রেওয়াএত জইফ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, কাহাস্তানি عندالمحققين শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ ফকিহ্ নহেন, বরং ইহারা সপ্তম তবকার মোকাল্লেদ হইবেন, হয়ত তিনি এবরাহিম হালাবীকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন, যখন কাহাস্তানি ও মাজমায়োল আনহোর প্রণেতা উক্ত কথা অন্যের দিকে নেছবত করিয়াছেন, তখন তাহারা উভয়ে উহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারেন না। তাহতাবী মারাকিল ফালাহ কেতাবের টীকাতে এবরাহিম হালাবীর সমর্থন আমির ও কাজির রেওয়াএত সমর্থন করিয়াছেন ও বড় মসজেদের রেওয়াএত জইফ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলিয়াছেন, কাফের বাদশার রাজ্যে আমির ও কাজী না হইলেও, জুমা জায়েজ হইবে।

আরও তিনি দোর্রোল মোখতারের টীকা তাহতাবীতে কাহাস্তানীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বড় মসজেদের রেওয়াএতের উপর যে অধিকাংশ ফকিহর ফৎওয়া তাহাও সমর্থন করিয়াছেন এবং কাফের বাদশার রাজ্যে আমির ও কাজির অনাবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন।

কাহাস্তানির কথায় বুঝা যায় যে, ছয় তবকার এমাম ও ফকিহগণ সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ছিলেন না, কেবল এবরাহিম হালাবী সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিদ ছিলেন, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত কথা? এই হেতু বিদ্বানগণ তাঁহাকে حاطبا الیل নামে অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহারা ফকিহ ছিলেন, তাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ হইলেন না, আর যাঁহারা ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ হইলেন। ইহা নিহায়েত অপ্রামাণ্য উক্তি এবং বাজে যুক্তি ব্যতীত আর কি বলা যায়?

—ঃঃ মূল বক্তব্য ঃঃ—

যে এমাম ছলজি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন তাঁহার জন্ম ১৮১ হিজরীতে ও মৃত্যু ২৬৭ হিজরীতে হইয়াছিল। যে এমাম বালাখি উক্ত রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছেন, তাঁহার জন্ম ১৯২ হিজরীতে ও মৃত্যু ২৭৮ হিজরীতে হইয়াছিল।

কারখির জন্ম ২৬০ হিজরীতে ও মৃত্যু ৩৪০ হিজরীতে হইয়াছিল।

কুদুরির জন্ম ৩৬২ হিজরীতে ও মৃত্যু ৪২৮ হিজরীতে হইয়াছিল।

এই দুইজন যদিও আমির ও কাজীর রেওয়াএতটি মনোনীত স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ বলেন নাই।

হেদায়া প্রণেতা জহিরদ্দিন মোরগিনানীর মৃত্যু ৫০৬ হিজরীতে হইয়াছিল, ইনি বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ বলেন নাই।

কাজিখান হাছান বেনে মনছুরের মৃত্যু ৫৯২ হিজরীতে হইয়াছিল, তিনি যদিও আমির ও কাজীর রেওয়াএতটি জাহেরে-রেওয়াএত বলিয়াছেন, কিন্তু বড় মছজেদের রেওয়াএতটি জইফ বলেন নাই।

আর যে বেকায়া, মোখতার ও দোরার প্রভৃতি মতনের কেতাব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে সমস্তের মধ্যে একটিও জইফ ও বাতীল রেওয়াএত নাই, তাহার মধ্যে এই বড় মছজেদের রেওয়াএত আছে এবং প্রথমে ইহা উল্লিখিত

হইয়াছে।

আর যাহারা এই রেওয়াএতটি জইফ বলিয়াছেন, তাহারা সপ্তম তবকার আলেম ছিলেন, তাঁহাদের ছহিহ ও জইফ রেওয়াএত প্রভেদ করার ক্ষমতা ছিল না।

প্রতিপক্ষদের দাবি মতে এইরূপ কয়েক জনের নামোল্লেখ করা হইতেছে, প্রথম মোলতাকাল আবহোর প্রণেতা, তিনি ৯২৩ হিজরীতে কেতাবখানা লেখা সমাপ্ত করেন এবং তাঁহার মৃত্যু ৯৫৬ হিজরীতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মাজমায়োল-আনহোর প্রণেতা, তিনি ১০৭৭ হিজরীতে কেতাব লেখা শেষ করেন এবং ১০৭৮ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবরাহিম হালাবী, ৯৫৬ হিজরীতে তিনি এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

চতুর্থ তাহতাবী, তিনি ১২৫৪ হিজরীতে কেতাব লেখা শেষ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম কাহাস্তানি, ইনি ৯৪১ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

এই ৫ জন কোন মোজতাহেদ নহেন, আছহাবোত্তখরিজ নহেন, আছহাবোত্তরজিহ নহেন কিম্বা বিশ্বাসযোগ্য মতন লেখক নহেন। ইঁহারা সপ্তম তবকার আলেম ছিলেন, ছহিহ ও জইফ প্রভেদ করিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না, ইহাদের কথাতে কি প্রাচীন আলেমদের ছহিহ স্থিরীকৃত মত জইফ হইতে পারে?

উক্ত জামেয়োর-রমুজে আছে,—

والحد الصحيح المعول عليه انه كل مدينة تنفذ فيها الا حكام و يقام الحدود كما فى الجواهر فظاہر المذہب انه مافيه جماعات الناس و جامع و اسواق و مفت و سلطان اوقاض يقيم الحدود و ينفذ الا حكام و قريب منه مافى المضمرات و فيه انه الا صح۰

"আস্থা স্থাপনের যোগ্য ছহিহ ব্যাখ্যা এই যে, মিছর উক্ত প্রত্যেক শহরকে বলা হয়—যাহাতে আহকাম জারি করা হয় ও হদ সকল কায়েম করা হয়, যেরূপ জাওয়াহের কেতাবে আছে। কাজেই জাহেরে-মজহাবে মিছর উক্ত স্থানকে বলাহয়—যাহাতে লোকদের জামায়াত সকল থাকে, জামেয়ে' মছজেদ, বাজার সকল থাকে ; মুফতি, বাদশাহ কিম্বা কাজী থাকেন, যিনি হদ সকল কায়েম করেন ও আহকাম জারি করেন, মোজমারাত কেতাবে যাহা আছে তাহা ইহার নিকট নিকট, উহাতে আছে, ইহাই সমধিক ছহিহ।

তৎপরে তিনি উহার ১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

(والسلطان) والا طلاق مشعربان الا سلام ليس بشرط كما فى الجلابى وغيره (اونائبه) لان اقامة الجعة هو الخليفة الا انه لم يقدر على ذلك فى كل امصار فيقيم غيره نيابة والسابق فى حده النيابة فى كل بلدة امير الذى ولى على تمك البلدة ثم الذي ولاه ذلك القاضى و الاضفة تشير الى ان كل مصر فيه و ال من جهة كافر جاز فيه اقامة الجمعة والعبدكمافى الخزانة٥

(জুমার শর্ত্ত) বাদশাহ, শব্দের ব্যাপকতাতে বুঝা যায় যে, বাদশার মুছলমান হওয়া শর্ত্ত নহে, যেরূপ জালাবী ইত্যাদি কেতাবে আছে। কিম্বা তাঁহার নাএবের উপস্থিতি শর্ত্ত, কেননা জুমা কায়েম করা খলিফার হক, কিন্তু তিনি প্রত্যেক শহরে ইহা করিতে সক্ষম নহেন, কাজেই অন্যে প্রতিনিধি হিসাবে উহা কায়েম করিবেন। প্রত্যেক শহরে এই প্রতিনিধিত্বে অগ্রগণ্য হইবেন, উক্ত আমির যিনি উক্ত শহরের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইয়াছেন।

তৎপরে দারোগা, তৎপরে কাজিদিগের কাজী, তৎপরে উক্ত কাজী যাহাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বাদশার নাএব বলা হইয়াছে, ইহাতে ইঙ্গিত

করা হইয়াছে যে, যে কোন শহরে কাফের বাদশার পক্ষ হইতে একজন শাসনকর্ত্তা থাকে, তথায় জুমা ও ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে, যেরূপ খাজানা কেতাবে আছে।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, কাফের বাদশার রাজ্যে মুছলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত আমির ও কাজী না থাকিলেও জুমা জায়েজ হইবে। ইনি যে আমির ও কাজির রেওয়াএতটি ছহিহ ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে তাহা রদ করিয়া দিলেন।

আরও উহার ১৪৫/১৫৬ পৃষ্ঠা,—

(والكلام مشيز الى) انها تقعفرضافى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق○

“এই কথাতে বুঝা যায় যে, কাছবগুলিতে এবং যে বড় গ্রামগুলিতে বাজার আছে, তথায় জুমা ফরজ হইবে।”

و فيما ذكرنا اشارة الى انه لا يجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض و منبسب و خطيت كما فى المضمرات و الظاہر انه اريد به الكراهته اسكسراهل النفل بالجماعت الاتري ان فى الواهر لواصلي فى القري لزمهم اداء الظهر و هذا اذا لم يتصل به حكم فانه في الديناری اذا بنى مسجد فى الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا علي ما قال السرخی○

“আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি উহাতে ইশারা হইতেছে যে, যে ছোট গ্রামে কাজী মিম্বর ও খতিব নাই তথায় জুমা জায়েজ হইবে না, যেরূপ মোজমারাত কেতাবে আছে, জায়েজ হইবে না, ইহার প্রকাশ্য মর্ম্ম এই যে, মকরূহ হইবে, কেননা জামায়াতের সহিত নফল পঁড়া মকরূহ, তুমি কি দেখনা, নিশ্চয় জাওয়াহের কেতাবে আছে—যদি গ্রামগুলিতে জুমা

পড়ে, তবে তাহাদিগকে জোহর আদায় করা ওয়াজেব হইবে। ইহা যদি জুমার আদেশ প্রদত্ত না হয়, কেননা দীনারিতে আছে, যদি এমামের আদেশে গ্রামে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, তবে ছারাখছির মত অনুযায়ী ও সর্ব্ববাদি সম্মত মতে জুমার আদেশ দেওয়া হইবে।” উল্লিখিত বিবরণে বুঝা যায় যে, যে ছোট গ্রামে কাজী ও খতিব থাকে, কিম্বা কাজীর আদেশ থাকে, তথায় জুমা জায়েজ হইবে। আরও ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, আলেমবর্গ ও সমাজপতিগণ আদেশ দিলে, জুমা জায়েজ হইবে।

ছওয়ালাতে এশরিনের ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে,

হাশিয়ায়ে চলপিতে আছে, আমির ও কাজীর রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ আলেম ফৎওয়া দিয়াছেন।

আমাদের উত্তর ঃ—

বাহরোর রায়েকের ২/১৪০ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল মোন্তাকার ১৬৬ পৃষ্ঠায়, দোর্রোল মোখতারের ১৬২ পৃষ্ঠায় ও আবুল মাকারেমে আছে, বড় মছজেদের রেওয়াএতের উপর অধিকাংশ ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন।

শামি প্রণেতা ও তাহতাবী এই মত সমর্থন করিয়াছেন, কাজেই হাশিয়ায় চলপির মত অগ্রাহ্য।

১৭৯৮। প্রঃ—দোয়া ইউনোছ খতম করিয়া প্রত্যেক মোল্লাকে আট আনা করিয়া লিল্লাহ দেওয়ার নিয়ত রাখে, এই খতম মছজেদে জায়েজ কি না?

উঃ—মছজেদের মধ্যে পারিশ্রমিক লইয়া খতম পড়া মকরূহ, বিনা বেতনে পড়িলে দোষ হইবে না।

ফৎহোল কদীরের ১/১৭৪/১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, মছজেদে বেতন

লইয়া কোর-আন কিম্বা এলম লিখিয়া দেওয়া মকরূহ। শিক্ষকেরা বেতন লইয়া মছজেদে বালকদিগকে শিক্ষা দিলে, মকরুহ হইবে। বিনাচুক্তি লিল্লাহ দেওয়া বেতনের অন্তর্গত নহে।

১৭৯৯। প্রঃ—এতিম নিজের পিতা মাতার ছওয়াব রেছানির জন্য কিছু তা'মদারি করিলে, উহা খাওয়া কি?

উঃ—নাবালেগের তা'মদারি খাওয়া জায়েজ নহে, অবশ্য নাবালেগ ও বালেগ উভয় প্রকার ওয়ারেছ থাকিলে, বালেগের অংশ হইতে তামদারি করা এবং অন্যের উহা খাওয়া জায়েজ হইবে।—শামি, ১/৮৪২

১৮০০। প্রঃ—নাবালেগ কোরবানি প্রদান করিলে, কি হইবে?

উঃ—নাবালেগের এইরূপ কার্য্য করা ছহিহ হইবে না, অবশ্য তাঁহার পিতা দাদা কিম্বা অছি উক্ত নাবালেগের অর্থ হইতে কোরবানি করিলে, জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে উহা জায়েজ হইবে না।—শাঃ, ৫/২৭৬

যে রেওয়াএতে উহা করা জায়েজ আছে সেই রেওয়াএত অনুসারে উহা করিলে, উহার মাংস অন্যে খাইতে পারিবে না, নাবালেগ নিজে উহা খাইবে এবং অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিবে।

১৮০১। প্রঃ—মৃত ব্যক্তির জন্য কোরবানি করা জায়েজ কি না? উহার নিয়ত কিরূপ করিতে হইবে?

উঃ—জায়েজ হইবে। ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রমাণ বর্ণনা করা হইয়াছে। অমুকের পক্ষ হইতে কোরবানি করিতেছি, এইরূপ নিয়ত করিবে।

১৮০২। প্রঃ—গোলাম রছুল নাম রাখা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ, অবস্য আবদুর রছুল নাম রাখা কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি উহার অর্থ রছুলের বান্দা হয়, তবে শেরেক হইবে, আর যদি উহার অর্থ রাছুলের তাবেদার গ্রহণ করা হয়, তবে দোষ হইবে

না।—শরহে ফেকহে আকবর।

১৮০৩। প্রঃ—স্ত্রী জেনা করিয়াছে, স্বামীর নিকট ইহা স্বীকার করিলে কি করিতে হইবে?

উঃ—তওবা করাইয়া লইলে যথেষ্ট হইবে।

১৮০৪। প্রঃ—তামাক ও পান খাইয়া শুধু কুলি করিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—পান খাইয়া কুলি করিয়া নামাজ পড়াতে কোন দোষ নাই।

তামাক খাওয়ার পরে ওজু করা মোস্তাহাব, কোন কোন হাদিছে আছে, নবি (ছাঃ) উটের গোশত খাইয়া ওজু করিতেন, যেহেতু উহাতে দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু এই ওজু করা ওয়াজেব নহে, কেবল মুখ ধুইলে যথেষ্ট হইবে। ইহার নজিরে বলা যাইতে পারে, তামাক খাইয়া অন্ততঃ মুখ ধুইয়া পরিস্কার করিয়া লইতে হইবে।

১৮০৫। প্রঃ—গর্ভ অবস্থায় নেকাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি স্বামীর গর্ভ থাকে, তবে জায়েজ হইবে না, আর হারাম গর্ভ হইলে, নেকাহ জায়েজ হইবে।

১৮০৬। প্রঃ—জামাতার দ্বারা শাশুড়ীর গর্ভ হইয়াছে, এবং তাহার কন্যা নিজ স্ত্রীরও গর্ভ হইয়াছে, এখন কি করা হইবে?

উঃ—স্ত্রী তাহার উপর চিরতরে হারাম হইবে, আর শাশুড়ী ত হারাম, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৮০৭। প্রঃ—ধান্য চাউলের দ্বারা ফেৎরা আদায় হইবে কি না?

উঃ—এক সের সাড়ে নয় ছটাক গম কিম্বা ময়দার যে মূল্য হয়, সেই মূল্যের ধান্য চাউল দিলে, ফেৎরা আদায় হইবে। ঐ ফেৎরা মাদ্রাছা কিম্বা স্কুলে ব্যয় করা জায়েজ হইবে না। হাত বদল করিয়া দিলে জায়েজ হইবে।

১৮০৮। প্রঃ—হজ্জের যাত্রীরা ছওয়াল করিলে, উহা দেওয়া যাইবে

কি না?

উঃ—ফরজ হজ্জ আদায় করার জন্য অভাব হইলে, ছওয়াল করা জায়েজ হইবে, এজন্য তাহাকে জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণির মূল্য দেওয়া জায়েজ হইবে। নিজ তহবিল হইতেও দেওয়া জায়েজ হইবে।

১৮০৯। প্রঃ—একজনের ফেৎরা ৪ জনকে দেওয়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—ছহিহ মতে জায়েজ হইবে। শাঃ, ২/১০৭

১৮১০। প্রঃ—সেভিং ব্যাঙ্কের সুদের টাকা লইয়া রাস্তা প্রস্তুত করা জায়েজ কি না?

উঃ—হারাম, ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই মাসিকে ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

১৮১১। প্রঃ—যদি কোন লোক একটি লোককে প্রলোভন দিয়া তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়াইয়া দেয় ও তাহার সঙ্গে থাকিয়া তালাকের সাহায্য করে, তবে সে ব্যক্তি কি হইবে?

উঃ—সে ব্যক্তি প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের গোনাহতে লিপ্ত হইয়াছে। ملعون من ضار مؤمنا او مكربه এই হাদিছ ইহার প্রমাণ, ইহাতে মানুষের হক ও খোদার হুকুম নষ্ট করা হইয়াছে।

১৮১২। প্রঃ—ফুটবল খেলিবার জন্য জমি দান বা এওয়াজ দেওয়া কি?

উঃ—জায়েজ নহে। যেহেতু ইহাতে গোনাহ কার্য্যের সহায়তা করা হয়।

১৮১৩। প্রঃ—ইউনিয়ন বা ঋণ-শালিষী বোর্ডের বৈতনিক বা অবৈতনিক কার্য্য করা কি?

উঃ—বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের আইন শরিয়তের সহিত খাপ খায়

না, এইহেতু এই কার্য্যগুলি নির্দ্দোষ নহে, বিশেষতঃ হয়ত ইহাতে মহাজনের আসল টাকা মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। স্থান বিশেষে সুদের ডিক্রি দিতে হয়, এই জন্য এই চাকুরিগুলি নির্দ্দোষ নহে, পক্ষান্তরে যদি এই কার্যগুলির ভার অযোগ্য, অসৎ বা অন্য জাতির উপর অর্পিত হয়, তবে সমাজের অশেষ ক্ষতি হইতে পারে, এই হেতু ঠেকা বশতঃ এই কার্য্যগুলির ভার গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যথাসাধ্য ন্যায় বিচার রক্ষা করিতে ও উৎকোচ হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগ ব্যতীত সমস্ত প্রকার চাকুরীর একই প্রকার হুকুম। الضرورة تبيح المحظورات এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে।

১৮১৪। প্রঃ—সার্কাস কছরৎ স্ত্রী পুরুষভেদে অর্থাৎ পুরুষে পুরুষে ও পুরুষে স্ত্রীতে পরিদর্শন করা কি?

উঃ—ইহা ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্গত, আর ইহা কোরাণ ও হাদিছে নিষিদ্ধ সপ্রমাণিত হইয়াছে, আরও ইহাতে অনেক প্রকার ফাছাদের সৃষ্টি হয়, এইহেতু ইহা নাজায়েজ।

১৮১৫। প্রঃ—সঙ্গীত করিলে বা শ্রবণ করিলে, স্ত্রী তালাক হওয়ার কারণ কি?

উঃ—কোরাণ, হাদিছ ও এজমা দ্বারা উহা হারাম হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, আর হারামকে হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত মত, আর কাফের হইলে, নেকাহ ফছখ হইয়া যায়। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ মত।

অবশ্য যদি কেহ উহা হালাল না জানে, তবে গোনাহ কবিরা হইবে, কাফের হইতে হইবে না।

১৮১৬। প্রঃ—নাপাক অবস্থায় তায়াম্মম করতঃ কোরান শরিফ ছবক দেওয়া ও লওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে জোনব ব্যক্তি তায়াম্মম

করতঃ কোরান শরীফ ছবক দিতে ও লইতে পারে। পানি থাকিতে তায়াম্মম করতঃ উহা জায়েজ হইতে পারে না।

এইরূপ যদি পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় তায়ম্মম করতঃ উহা করে, তবে তাহা জায়েজ হইবে।—তাহতাবি, ১/১৩০

১৮১৭। প্রঃ—যুজুদানে বাধা কোরান ও কলেমা লিখিত লকেট সহ পায়খানায় যাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—যদি কোরান শরীফ কাপড়ের কিম্বা চামড়ার গেলাফের মধ্যে থাকে এবং গেলাফটি কোরান শরীফের সহিত সেলাই করা না হয়, তবে নাপাক (বাবেওজু) ব্যক্তি উক্ত গেলাফ স্পর্শ করিতে পারে। বাহারোর-রায়েক, ১/২০১, শামী ১/১১৮, আলমগিরি, ১/৩৯, বিনা জরুরত যোজদান বাধা কোরান শরীফ সহ পায়খানায় যাওয়া বে-আদবী।

যে আঙ্গুটিতে কোরান শরীফের আয়াত কিম্বা আল্লাহতায়ালার নাম অঙ্কিত থাকে, উক্ত আঙ্গুটি আঙ্গুলীতে দিয়া পায়খানায় যাওয়া মকরূহ। যদি উক্ত আঙ্গুটি জেবের মধ্যে বা কোন বস্তুদ্বারা আবৃত থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ না করাই উত্তম। যদি তাবিজ মোমজামা কিম্বা মাদুলীর মধ্যে থাকে, তবে উহা সমেত পায়খানায় যাওয়াতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু এইরূপ না করাই উত্তম।—শাঃ ১/১৩১, কবিরে ৫৮ তাঃ, ১/৫৮।

১৮১৮। প্রঃ—পুত্র কন্যাকে বাপ ও মা সম্বোধন করা কি?

উঃ—জায়েজ।

১৮১৯। প্রঃ—দৈবাৎ ছুন্নত ত্যাগ করিলে কি হইবে?

উঃ—গোনাহ হইবে না, বারম্বার ত্যাগ করিলে, গোনাহ হইবে।

১৮২০। প্রঃ—মুছলমান ময়রার অভাবে হিন্দু ময়রার মিষ্টান্ন খাওয়া কি?

উঃ—ফৎওয়াতে জায়েজ, পরহেজগারের উহা খাইবে না।—নেছাবোল-এহতেছাব।

১৮২১। প্রঃ—খেলার মাঠে কিম্বা রেল কম্পাউণ্ডে ঈদ পড়া কি?

উঃ—মকরূহ।

১৮২২। প্রঃ—যে জমিতে ৩/৪টি কবর আছে, তথায় ঈদগাহ করা কি?

উঃ—কবরগুলিতে প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া বাদ দিয়া অবশিষ্ট স্থানে ঈদগাহ করিতে হইবে।

১৮২৩। প্রঃ—কোন এক ব্যক্তি তাহার নাবালেগা কন্যার সহিত এক ব্যক্তির নাবালেগ পুত্রের বিবাহ দেয়। তারপর কন্যার পিতার মৃত্যু হয়। এখন ছেলেটি সাবালেগা হইয়া বলে যে, আমি উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ করি নাই, পিতায় বিবাহ দিলে হয় না, আমি উহাকে তিন তালাক দিলাম। তারপর পুনরায় উক্ত ছেলের সহিত উক্ত মেয়ের বিবাহ পড়ান হইয়াছে। ভাল ভাবেই তাহারা ঘর সংসার করিতেছে। এখন প্রশ্ন যে, উক্ত মেয়েটি ঐ পুত্রের পক্ষে হালাল কি না?

উঃ—পিতা নাবালেগ পুত্র কিম্বা নাবালেগ কন্যার বিবাহ দিলে, উক্ত বিবাহ জায়েজ ও লাজেম হইয়া যায়। বিবাহ নাজায়েজ হওয়ার দাবি বাতীল।

নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া বিনা তহলিল বিবাহ করিলে উক্ত বিবাহ হারাম হয়, তাহার সঙ্গে বসবাস করা জেনা হইতেছে, এইরূপ জেনাকারের সঙ্গে সমাজ করা হারাম।

১৮২৪। প্রঃ—যদি কোন সাবালেগ ছেলে কাগজে লিখে যে, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক করিলাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি উক্ত কাগজ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, যে উত্তর দেয় যে, আমি তালাক দেয় নাই, উহা মিথ্যা, উক্ত কার্য্যে তালাক হয় কি না?

উঃ—কাগজে তালাক লিখলে, তালাক হইয়া যায়, এক্ষণে সেই স্ত্রীর সহিত বসবাস করিলে, খোদার নিকট জেনা হইবে।

১৮২৫। প্রঃ—একটি পাকা মছজেদ হইতে ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়া ৭/৮ রশি দূরে একটি কাঁচা মছজেদ তৈয়ার করিয়া নামাজ পড়া হইতেছে, এক্ষণে এই নূতন মছজেদে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি পার্থিব কলহমূলে অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে উহা দোজখের ঘর হইবে।

ছুরা তওবার ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانها ربه

في نار جهنم এই আয়ত উহার প্রমাণ।

উহাতে নামাজ পড়া মকরূহ তহরিমি হইবে।

১৮২৬। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোকের স্বামী ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে মৃত্যু হয়, তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর ১৫ই বৈশাখ তারিখে তাহার দেবরের সঙ্গে গোপন করিয়া গর্ভিনী অবস্থায় তাহার নেকাহ দেওয়া হয়। নেকাহের ৬ মাসের মধ্যে একটি ছেলে হইয়াছে। উক্ত নেকাহ জায়েজ হইয়াছে কি না? উকিল, ওলি এবং মুনশী দোষী হইবে কি না?

উঃ—এই নিকাহ হারাম হইয়াছে, উকিল, ওলী ও মুনশী যাহারা জানিয়া শুনিয়া এই কার্য্য করিয়াছে, তাহারা সকলেই হারাম কার্য্য করিয়াছে।

ছুরা তালাক, و اولت الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن ০

এই আয়াতে উক্ত নিকাহ হারাম হওয়া বুঝা যায়, সকলকে খাঁটি তওবা করিতে হইবে।

১৮২৭। প্রঃ—দুই ঈদের ছয় তকবির পড়িবার দলীল কি?

উঃ—মেশকাতের ১২৬ পৃষ্ঠায় ছোনানে আবু দাউদ হইতে বর্ণিত

হইয়াছে,—

(হজরত) ছয়িদ বেনেল আছ বলেন, আমি (হজরত) আবু মুছা ও হোজায়ফা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) দুই ঈদের নামাজে কিরূপ তকবির পড়িতেন? তদুত্তরে (হজরত) আবু মুছা (রাঃ) বলিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) জানাজা নামাজের ন্যায় (উহার প্রত্যেক রাকায়াতে) চারি তকবির পড়িতেন, তৎপরে (হজরত) হোজায়ফা বলিলেন, ইনি সত্য কথা বলিয়াছেন।”

হাদিছের সারমর্ম্ম এই যে, হজরত নবি (ছাঃ) প্রথম রাকয়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির, তৎপরে অতিরিক্ত তিন তকবির পড়িতেন। আর শেষ রাকাতে রুকু করিতে এক তকবির এবং অতিরিক্ত তিন তকবির পড়িতেন ; অতএব এই হাদিছে দুই ঈদের ছয় তকবির পড়া সাব্যস্ত হইল। এমাম আবু দাউদ ও মোনজারি এই হাদিছ বর্ণনা করিয়া কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের মতে এই হাদিছটি ছহিহ কিম্বা হাছানা। এবনো-জওজি এই হাদিছের রাবি আবদুর রহমানের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এবং এবনো মঈন ইহার অন্য রাবি আবু আএশাকে অপরিচিত বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত মত নহে, কেননা তহজিব লেখক বলিয়াছেন—অনেক বিদ্বান, বিশেষতঃ এমাম এহইয়া বেনে মঈন আবদুর রহমানকে বিশ্বাস ভাজন ও নির্দ্দোষ বলিয়াছেন এবং এমাম হাকেম বলিয়াছেন, আবু আএশা একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছইদ বেনেল আছের মুক্তদাস ছিলেন ও হজরত আবু মুছা, আবু হোরায়রা ও হোজায়ফা ছাহাবাত্রয়ের নিকট হাদিছ শুনিয়াছিলেন ও এমাম মকহুলের শিক্ষক ছিলেন। অতএব উপরোক্ত হাদিছটি নিশ্চয় ছহিহ।

ফৎহোলকদির’ ১/২৫৯ পৃষ্ঠা,—

আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করিয়াছেন, আলকামা ও আছওয়াদ কর্ত্তৃক

বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় (হজরত) এবনো মছউদ (রাঃ) ঈদের প্রথম রাকয়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির ও অতিরিক্ত তিন তকবির পড়িয়া কেরাত পড়িতেন এবং অবশেষে রুকু করিতে আর এক তকবির পড়িতেন। দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথম কেরাত পড়িতে, তৎপরে অতিরিক্ত তিন তকবির এবং রুকুর জন্য আর এক তকবির পড়িতেন।

মূলকথা তিনি দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িতেন। আরও উক্ত কেতাবে উপরোক্ত দুই ব্যক্তি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) বেনো-মছউদ (রাঃ) বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট (হজরত) আবু হোজায়ফা ও আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) ছিলেন, এমতাবস্থায় ছইদ বেনেল আছ তাঁহাদের নিকট ঈদের তকবিরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে (হজরত) হোজায়ফা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আবু মুছা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি বলিলেন, আপনি (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আমাদের মধ্যে সমধিক বয়োবৃদ্ধ ও প্রধান বিদ্বান। তখন ছইদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রথমে নামাজের তকবির, তৎপরে তিন তকবির, তৎপরে কেরাত ও অবশেষে রুকুর তকবির পড়িবে। দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়াইয়া প্রথমে কেরাত, তৎপরে তিন তকবির ও শেষে রুকুর তকবির পড়িবে।

এইরূপ এবনো-আবিশায়বা ও এমাম মোহাম্মদ নিজ নিজ গ্রন্থে (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) হইতে দুই ঈদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

(এমাম) তেরমিজি বর্ণনা করিয়াছেন, এবনো মছউদ (রাঃ) হইতে উক্ত প্রকার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ছাহাবা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে। ইহা কুফাবাসীদের ও ছুফইয়ান ছওর মত।

এবনোল হোমাম বলিয়াছেন, ইহা ছহিহ হাদিছ। তিনি একদল ছাহাবার সাক্ষাতে ইহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা নবি (ছাঃ) এর মরফু হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা রাকয়াতের সংখ্যার তুল্য বিষয়।

নাছবোর-রায়াহ, ৩২২ পৃষ্ঠা,—

এবনো-আবিশায়বা হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে, আবদুর রাজ্জাক (হজরত) এবনো-আব্বাছ, মোগিরা ও খালেদ হইতে ঈদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়ছেন।

মনইয়ার টীকা,—৫১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ঈদের নামাজে ছয় তকবির পড়া (হজরত) এবনো মছউদ, আবু মুছা, হোজায়ফা, আকাবা বেনে আমের, এবনোজ্জোবাএর, আবূ মছউদ বাদারি, হাছান, এবনো-ছিরিন ও ছুফইয়ান ছওরির মত। ইহা এমাম আহমদের এক রেওয়াএত এমাম বোখারী উহা এবনো-আব্বাছের মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তহরির কেতাবে উহা ওমার বেনেল-খাত্তাবের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মোরগিনানী উহা আবু ছইদ ও বারার মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমাপ্ত